অনুশ্রুতি

(সপ্তম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অনুশ্রুতি

৭ম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের (৩০শে ভাদ্র, ১৩৭১) বহু পরে প্রকাশিত হ'চ্ছে অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড। এই খণ্ডের বিশেষত্ব হ'ল—(১) বিবিধ সূক্ত ২য় খণ্ডে প্রকাশিত সমস্ত ছড়াই এর মধ্যে স্থান পেয়েছে; (২) তা' ছাড়া আরো ১৮৪টি নতুন ছড়া এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নতুন ছড়াগুলি পূর্ব্বে কখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সর্বসমেত এই গ্রন্থের ছড়ার মোট সংখ্যা হ'ল ৬৬৫।

নতুন ছড়া সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এগুলি সবই ইং ১৯৪৮ সালের পূর্ব্বে প্রদত্ত। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একই বিষয়ে একই ধরণের বহু ছড়া প্রদান করেছেন। সমপর্য্যায়ের ছড়ায় পুনরুক্তিদোষ ঘটতে পারে এই বিবেচনায় অনুশ্রুতি ১ম খণ্ডের সংকলয়িতাগণ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে অনুরূপ ছড়াগুলির ভিতর থেকে কতকগুলি ছড়া বেছে নিয়ে সদৃশ কতকগুলি ছড়া আলাদা ক'রে রাখেন। তখন ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে সমভাবব্যঞ্জক ছড়াগুলি যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন তজ্জাতীয় ঐসব ছড়া প্রকাশের আর প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের শেষার্দ্ধে। এবং অনুশ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তার প্রায় এক যুগ অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর পরে। তখন স্বভাবতঃই ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রদত্ত কোন ছড়া সম্বন্ধে আর বিচার-বিবেচনাই করা হয়নি। ধ'রে নেওয়া হয়েছে, ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত প্রদত্ত প্রকাশনীয় সমস্ত ছড়াই তো অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডে স্থান লাভ করেছে।

আর একটি ব্যাপার প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার। ১৯৪৭ সালে শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন—'প্রচলিত ছন্দঃশাস্ত্রের রীতি-অনুযায়ী চার লাইনের ছড়াগুলির দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষ দুই স্বরের মধ্যে মিল থাকা প্রয়োজন।' ১৯৪০ সাল থেকে সুরু ক'রে এ পর্য্যন্ত দু'হাজারের উপর

ছড়া দেওয়া হ'য়ে গেছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসকে বলেন ছন্দোবিজ্ঞানসম্মত বাঞ্ছিত মিল যেসব ছড়ার মধ্যে নেই, সেই ছড়াগুলি একত্র লিখে নিয়ে সেগুলি তাঁর সামনে উপস্থাপিত করতে। তা' করা হয়, এবং দীর্ঘদিন ধ'রে কঠোর পরিশ্রমে দয়াল সেগুলি পুনর্বিন্যস্ত ক'রে দেন। এতে ক'রে কতকগুলি ছড়ার দু'টি রূপের সৃষ্টি হয়। দু'টিই তাঁর দেওয়া। তিনি ইচ্ছা করেন তৎকর্তৃক সংশোধিত ছড়াগুলি যেন দেওয়া হয় এবং সেগুলি গোড়ায় যেভাবে দেওয়া হয়েছিল, সেভাবে যেন দেওয়া না হয়। তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঐ গোড়ায় দেওয়া ছড়াগুলি বর্জ্জিত হয়।

সম্প্রতি সব দেখেশুনে আমাদের মনে হয়, তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি ছড়ারই একটি অনন্য আবেদন ও উপযোগিতা আছে—তা' ভাষা, সাহিত্য, লোককল্যাণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পরিপ্রেক্ষায়। প্রাগ্রসর, নবযুগপ্রবর্ত্তক, উৎপ্রগতিশীল স্রষ্টাপুরুষ ভগীরথের মত মঙ্গলশঙ্খনিনাদে যখন নূতন জীবনজাহ্নবী ব'য়ে আনেন তৃষিত ধরিত্রীর বুকে, তখন তা' সবসময় বাঁধা খাতে প্রবাহিত হ'তে বাধ্য নয়—তা' দুর্ব্বার সম্বেগে নিজস্ব গতিপথ নিজেই রচনা ক'রে চলে। এমনি ক'রেই বিবর্ত্তন নবতর স্তরে উত্তরণ লাভ করে। তাইতো বৈয়াকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানীরা স্রষ্টা ও দ্রষ্টাপুরুষগণের কালাতীত শব্দবিন্যাস, ছন্দোবন্ধ এবং রচনাশৈলীর সম্যক থেই না পেয়ে আর্ষপ্রয়োগ শব্দটির অবতারণা করেছেন। সুতরাং বিনয়-বিগ্রহ দয়ালের নরলীলায় বর্তমান থাকা-কালে তাঁর নির্দ্দেশানু-বর্ত্তিতায় আমরা যে-সব ছড়া প্রকাশ করিনি, প্রত্যয় ও শুভবুদ্ধির তাগিদে, বহু-জনহিতায় বহুজনসুখায় আজ আমরা সেগুলি নির্দ্বিধায় লোকলোচনগোচর ক'রে তোলার সুযোগ গ্রহণ করছি। আমাদের বিশ্বাস, পরমপ্রভুও এতে প্রীত ও প্রসন্ন হবেন।

এ-কথা আমরা অকপটে স্বীকার করি যে, আমাদের অনবধানবশতঃও হয়তো কোন-কোন ছড়া আগে বাদ প'ড়ে থাকতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেশুনে অনুশ্রুতি সপ্তম খণ্ড যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে আশা করি, আমাদের সে-অপরাধও নিরাকৃত হবে।

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার দাসের কাছে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত সব ছড়া ধারাবাহিকভাবে লেখা ছিল। কিন্তু সে-খাতাটি কীটদষ্ট হওয়ায় আমরা ভাবিত হ'য়ে পড়েছিলাম। তবে পরমপিতার দয়ায় শ্রীমান গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে প্রথম কয়েক বৎসরের প্রায় দুই

হাজার ছড়া তার নিজস্ব খাতায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখায়, এই পুস্তক প্রকাশনের সময় সেই খাতাটি খুবই কাজে লেগেছে।

এই খণ্ড সঙ্কলনের ব্যাপারে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সুনীলকুমার করণ, শ্রীমান প্রফুল্লর প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছড়া দেওয়ার দেওঘর-অধ্যায়ে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ও অন্যান্য কতিপয়ের সঙ্গে শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছে।

আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত মনে হয়, আর কোন ছড়া বোধহয় অপ্রকাশিত থাকলো না।

সুনিষ্ঠ পঠন, পাঠন, অনুশীলন ও অনুসরণের ভিতর-দিয়ে পরমপ্রেমময়, ত্রিলোকপিতা, সর্ব্বপাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রোক্ত এই দিব্য কাব্যমঞ্জুষা বিশ্ব-সংসারকে নির্ম্মল ও নিষ্কলুষ ক'রে তুলুক—এই-ই আমাদের অন্তরতম প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

৫/১২/১৯৭৮

১৯শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৮৫

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

ধর্ম্মো ধারয়তে সর্ব্বম্
অস্তিবৃদ্ধিপ্রসাধনে।
যেনাত্মনস্তথান্যেষাং
বর্দ্ধনং প্রীতিতর্পণে ॥

সংজ্ঞা

নিষ্ঠা বলিস কা'রে,—
অস্খলিত অনুদীপনী
প্রীতি ধরে যা'রে । ১ ।

উদ্বেগ যা'তে রয়—
সেই উদ্বেগ যে নিরসনে
স্বজন সেই তো হয় । ২ ।

ইষ্ট জানিস্ সেই—
হৃদয়ভরা দীপ্তধৃতি
যে-জন স্বভাবেই । ৩ ।

তীর্থ কা'রে কয়,—
ত্রাণবোধনা যে-অন্তরে
উৎসারিত রয় । ৪ ।

প্রীতিই বলে তা'য়—
অনুচর্য্যী আপ্যায়নী
সেবাকৃতি যা'য় । ৫ ।

বিনায়িত তাৎপর্য্যতে
শ্রেষ্ঠ যেথায় যিনি,
দীপ্ত উছল তৎপরতায়
শিষ্ট প্রধান তিনি । ৬ ।

ধ'রে রাখে সত্তাটাকে
সেই তো আসল ধর্ম্ম,
শিষ্ট চলন, শিষ্ট জীবন,—
তা'ই ধর্ম্মের কর্ম্ম। ৭।

যেমন কইলে সুফল আনে
সফল চাহিদাটি,
মন-মুখ এক তা'কেই বলে
জানিস্ এটা খাঁটি। ৮।

যে-আচারে বাঁচে-বাড়ে
উন্নতি অবাধ,
তা'কেই সদাচার বলে
তা'ই জীবনে সাধ্। ৯।

রাজনীতি তা'রেই বলি—
বোধকৃতি যা'য়
বহুৎ কৌশল-কুশলতায়
সমাধান পায়। ১০।

আকুল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে
ইষ্টপ্রদীপ যিনি,
জীবন-পথে উছল চলেন—
সিদ্ধ সেবক তিনি। ১১।

সিদ্ধি কা'রে কয় ?
নিষ্ঠানিপুণ অনুদীপনার
হয় না যেথায় ক্ষয়,
সুষ্ঠুভাবে কৃতি যা'তে
সার্থকতায় রয়। ১২।

পারিপার্শ্বিক-পরিচর্য্যায়
সুষ্ঠু শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে
ভরণ-পূরণ-উচ্ছলতায়
জাগিয়ে সম্বেগ তা'দের প্রাণে
দুঃখ-আঘাত-অবসাদে
রক্ষা ক'রে থাকেন যিনি—
বহুদর্শী সেই সুধী হন,
রাজপার্ষদ মন্ত্রী তিনি। ১৩।

সত্তাটাকে ধ'রে রাখে
শিষ্ট সুবোধ তাকে,
সেই রক্ষণী অনুচলন—
ধর্ম্ম বলে তা'কে,
নিষ্ঠানিপুণ ঐ চলনে
স্বস্তিদীপা যেই,
ধর্ম্মধৃতি সেইখানেতেই
শুদ্ধপ্রীতিও সেই। ১৪।

জলদদীপী মরণব্যথা
যে-জন যেমন ব'য়ে চলে,
তেমনতরই ব্যথা যা'দের
প্রাণে বোধে স্বতঃই জ্বলে,
পরের ব্যথায় বুঝে অমন
চর্য্যাদীপ্ত ক'রে তোলে—
লোকবান্ধব তা'রাই কিন্তু
সদ্-দীপনা যায় না ভুলে। ১৫।

বিধি

মানুষ চলে ফোঁসে,
জীবন কাবু দোষে । ১ ।

চিন্তাতেই সু, কর্ম্মে নাই,
পাথরঘেরা নরক-খাই । ২ ।

কর্ম্মহারা সুচিন্তার
মর্ম্মরিত নরকদ্বার । ৩ ।

(শুধু) সুচিন্তাতেই সুখ যা'র—
মর্ম্মরিত নরকদ্বার । ৪ ।

ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার
লাগোয়া খেয়াল,—খ্যাতির দ্বার । ৫ ।

যা' যেমন আপ্ত যা'র
প্রাপ্তও তা' তেমনি তা'র । ৬ ।

অন্যের ন্যায্য বাঁচার স্বার্থ
কেটে বাঁচাই—হওয়া ব্যর্থ ! ৭ ।

দীপ্ত আলোর যেমন যত
আঁধার দূরে তেমনি তত । ৮ ।

চুক্তি খেলাপ হামেহাল—
প্রতিষ্ঠাও পয়মাল। ৯।

অপাত্রেতে মনের নেশা
থাকলে দুঃখে হারাদিশা। ১০।

শ্রদ্ধা-নেশা যেমন যা'তে
চাল-চলনও তদনুপাতে। ১১।

বিচার নেই আচার করে
আবর্জ্জনায় ঘিরে ধরে। ১২।

সৎ-এ অচ্যুত জেদের তোড়
বাড়িয়ে তোলে জীবন-জোর। ১৩।

যেমন রাম তা'র তেমনি সীতা
যেমন গান তা'র তেমনি গীতা। ১৪।

বিকৃত অনুচলন যেখানে যেমন
চলন-ভ্রান্তিও সেখানে তেমন। ১৫।

উদ্দেশ্য ও অভিযান যা'র যেমন
প্রস্তুতিও হয় তা'র তেমন। ১৬।

বোধ ও বুদ্ধি যা'র যেমন,
উন্নতিও হয় তা'র তেমন। ১৭।

যা'র যেমন অনুচলন
তা'র তেমনি ধৃতিবোধন। ১৮।

বোধবিদীপ্ত যে যেমন
গতি ও বোধ তা'র তেমন। ১৯।

আনুগত্য যা'দের হারা
ব্যর্থ তা'দের জীবনধারা। ২০।

শাসনদীপ্ত কটু বাক্
দেয় চিনিয়ে প্রীতির তাক্। ২১।

মানুষগুলি যা'দের প্রাণ
হ'য়েই থাকে তা'দের ত্রাণ। ২২।

মানুষ যা'দের নাইকো হাতে
ঠকেই তা'রা পদে-পদে। ২৩।

জাগায়-জাগায় যা'র গোলা
ভাতে মরে কি তা'র পোলা? ২৪।

জন্ম যেমন
জাতও তেমন। ২৫।

জন্ম তোমার কেমন,—
মানস-বৃত্তি অটুট হ'য়ে
করছে তোমায় যেমন। ২৬।

জন্ম তোমার কোথায়,—
মানস-বৃত্তি নাছোড়বান্দা
যেমনতর যেথায়। ২৭।

দক্ষ যা'রা নয়—
পদে-পদে জানিস্ তা'দের
বিরতিতেই ভয়। ২৮।

দেওয়ায় বাড়ে দম
নেওয়ায় হয় তা' কম। ২৯।

দান তখনই ব্যর্থ হয়
গ্রহীতা যখন কৃতঘ্ন হয়। ৩০।

নিতে চাও,
দেবে না,
তার মানেই
পাবে না। ৩১।

পাবার তৃষ্ণায় লুব্ধ তুমি—
হওয়ার পাওয়ার উল্টো পথ,
এমনতর চললে পরে
সিদ্ধ কি হয় মনোরথ? ৩২।

দাও না যতই—হয় না,
আর কেবল তাহার বায়না,
নিতেই পটু দেয় না কিছু—
অভাব ছোটে পিছু-পিছু। ৩৩।

ভাববে যেমন
করবে যেমন
হবে তেমনি তায়,
চাওয়ার ফলন
আসেই আসে—
বিধি তো বাম নয়। ৩৪।

চোরকে যত আশ্বাস দিয়ে
বাড়াবি তুই তাদের কৃতি,
ঠিক জানিস্ তুই প্রতিপদে
ব্যাহতই হবে তোর ধৃতি। ৩৫।

নিষ্ঠাবিহীন তৎপরতা
শিষ্টদেরও খায়ই মাথা। ৩৬।

নিষ্ঠা তোমার আপ্ত যেমন
ব্যাপ্তি-চলন যেমনতর,
সার্থকতা তেমনি আসে—
হয়তো শ্লথ, নয়তো দড়। ৩৭।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে যদি
শিষ্ট পথে নাই চলিস্,
সেটাই রে তোর শত্রু বুঝিস্
যে-হৃদয়ে যা'ই করিস্। ৩৮।

নিষ্ঠাবিহীন সুখ যদি হয়—
এনেই থাকে বিপর্য্যয়,
তৃপ্তিভরা প্রীতি-দীপ্তি
এনেই থাকে শুভের জয়। ৩৯।

প্রার্থনা তোমার যে-ভাব নিয়ে,
নিষ্ঠা তোমার যেইদিকে,
যে-ব্যাভারে চলবে তুমি,—
দক্ষও হবে সেই তাকে। ৪০।

দিব্যপ্রীতি-তৎপরতায়
মন্দ যা' তাও ভাল হয়,
বাহ্য-সুন্দর কুৎসিত-স্বভাব
তা' কিন্তু ভালই নয়। ৪১।

ধর্ম্ম যেমন কর্ম্মও তেমন
তেমনতরই দীপ্তি,
সেবাসিদ্ধ তেমনতর
তেমনতরই তৃপ্তি। ৪২।

পালন-পূরণ-রক্ষণাই তো
পিতার দীপ্ত শক্তি,
পরিমাপন, শিষ্ট আচার
মায়ের ধৃতির দীপ্তি। ৪৩।

মা-বাপের তুই ধার ধারিস্ না
বৌ থাকে তোর জঙ্গলে,
কোথায় আসবে শিষ্ট আচার—
সুখী হবি কোন্ কালে? ৪৪।

যে-বংশেরই সন্ততি তুমি—
ভাঁড়িয়ে অন্য পরিচয়ে
যে-মুহূর্ত্তে চলবে, জেনো—
অধঃপাতে যাবেই ক্ষ'য়ে। ৪৫।

শ্রদ্ধা যেথায়—সমর্থনে
উথলে ওঠে মন,
বিরোধ যা' তা'র নিরোধ করেই
ক'রে সফল পণ। ৪৬।

করছে তোমায়, দিচ্ছে তোমায়,
বইছে তোমায় যে,
তা'কে এড়িয়ে সব করাই তোর
শাস্তিকেই খোঁজে। ৪৭।

শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
যা'দের যেমন অনুরাগ,
কৃতিপথে উদ্দীপনায়
তা'দের তেমন দীপ্ত ভাগ। ৪৮।

বৃত্তিভেদী নিনড় টানে
ঊর্দ্ধে ধারণ করবি যেমন—
উদ্ধারও তোর তেমনি হবে,
উদ্ধারেরই ঐটি ধরণ। ৪৯।

যেমনতর বোধ নিয়ে তোর
মানসদীপ্তি উঠবে জেগে,
চলন-বলন তেমনি হবে
নন্দনারই দীপ্তিভোগে। ৫০।

সত্যি কথার পাক
ইচ্ছুকে পরিপাক,
অনিচ্ছুকরা শিউরে ওঠে
ধরে উল্টো বাগ। ৫১।

প্রাণের সাড়ার উৎসৃজনে
আবিলতার অন্ধ ফাগ
উবিয়ে-ডুবিয়ে দীপ্তি আনে—
বিপ্লবই হয় প্লাবনরাগ। ৫২।

মান যদি তুই না দিস্ কা'রো
সন্তুষ্ট হবি কিসে?
অপমানের দুন্দুভিতে
হারা হবি দিশে। ৫৩।

ইষ্টীপূত গুরুর টানে
যা'র যেমনই ধৃতি হয়,
কৃতিও তা'র তেমনতর
তেমনতরই স্থিতি রয়। ৫৪।

ভজনদীপ্তি যেখানে যেমন
কৃতিদীপ্ত উচ্ছলায়,
ভাগ্য তাহার তেমনি যে হয়
চলেও তেমনি স্বচ্ছলায়। ৫৫।

লোকজন আর ঈশ্বরকে
টেক্কা মেরে মনের মতন
করলি যেই তুই, ঠিকই জানিস্—
ভাঙ্গলি তুই স্রষ্টারই মন। ৫৬।

আচার্য্যনিষ্ঠা নাইকো তোমার,
উন্নতির লোভ যতই থাক্—
ঘুরবে তুমি বেঘোর পথে
বাড়বে শুধু বেকুব রাগ। ৫৭।

ইষ্টার্থতে চৌর্য্যপ্রীতি
সর্ব্বনাশের উছল ধৃতি। ৫৮।

ইষ্টার্থেরই অর্থ নিয়ে
যেমন তালে চলবি রে,
যেমন করায় হ'বি কৃতী—
সেই বোধনই পাবি রে। ৫৯।

করার পথে পর্য্যায়ী জ্ঞান
পরস্পরের সার্থকতায়
উঠলে গেঁথে একীকরণে
অদ্বৈতজ্ঞান তবেই পায়। ৬০।

সক্রিয়তার তৎপরতায়
সাবধানেতে দৃষ্টি রেখে
চললে প্রায়ই সুষ্ঠু ফলে,
এমন চলায় চলিস্ দেখে। ৬১।

ধনিক যা'রা তা'রাও শ্রমিক
ও ছাড়া আর কিছু নয়,
নিয়ন্ত্রণী দক্ষবোধে
করে সুষ্ঠু উপচয়। ৬২।

দামের অপেক্ষায় করলি দেরী—
বাজার হ'ল মন্দা,
শিষ্ট চলন ক্লিষ্ট হ'ল
করল না তোয় নন্দা। ৬৩।

নীতি

শিক্ষা যেথায় শ্রমের পথে
আশ্রম নাম সাজে তা'তে। ১।

ক্ষমা মানেই সহ্য করা,
সইলে ধৃতি বাড়েই ত্বরা। ২।

নারী-শিশু ও সৎ-এর হিতে
মন্দও পারে শুভ দিতে। ৩।

সৎ আর উচ্চে বিয়েয়, টানে
জন্মে সৎ, ধায় বিবর্দ্ধনে। ৪।

জয়ই যদি চাস্,
অভাব যা' তা' ক'রে পূরণ
ধরিস্ টেনে রাশ। ৫।

শাসন করবে সেইখানে—
বোধ-বিবেচনা নাইকো যেথায়
ভণ্ডুল চলন যেইখানে। ৬।

পড়লে অসৎ পাকে—
শিষ্ট চলায় নিষ্ঠা রাখিস্
ধৃতিদীপ্ত যাগে। ৭।

দয়া ক'রো সেইখানে—
যে-দয়াতে পাপ আসে না
প্রহাল নাশে তৎক্ষণে। ৮।

বোধ-বিচারে তা'ই ভালো—
বিবেক-চলনা হয় না কভু
ভবিষ্যতে যা'য় কালো। ৯।

মন্দ যেথায় হবে ভাল
শিষ্ট চলায় হবে সফল,
তাইতো রে তোর করণীয়—
ইষ্টার্থতে থেকে অটল। ১০।

কী করলে ভাল হয়—
ভাব, বোঝ, কর তা'ই,
চলা-ফেরা তেমনি কর,
উন্নতির পথ এমন নাই। ১১।

বুঝবি যেমন করবি তেমন
ঘ'ষে-মেজে পরখ ক'রে,
শাস্ত্রনীতির জন্ম হ'ল
এমনতরই আবাদ ধ'রে। ১২।

প্রতিজ্ঞা কর্ ভালর পথে
পণ করিস্ না অশুভতে,
অশুভ ব্যাপারে দিলে কথা
বুঝিয়ে বলিস্, করিস্ না তা'। ১৩।

বেশ ক'রে তুই খতিয়ে দ্যাখ্
চাস্ যা' বলিস্ চাস্ কিনা,
পাওয়ার চলায় বাঁধ ভেঙ্গে চল্
দ্যাখ্ ওরে তা' পাস্ কিনা। ১৪।

হৃদয় তোমার দীপ্ত রাখ
সুষ্ঠু রেখে অন্তরে—
যেমন চালে চলবে তুমি
সেই চলনের রং ধ'রে। ১৫।

দিব্য চলায় চলতে থাকিস্
দিক ধ'রে তুই সেই দিকে,
তেমন ক'রে তেমন তালে
ধরণ-চলন সেই পাকে। ১৬।

দীর্ণ যেথায় মানস-কীর্ত্তি
বেশ ক'রে তা'রে বুঝে দেখিস্,
তাল-বেতালে গতি যেমন
তেমনি শুভে বিনিয়ে নিস্। ১৭।

ইষ্টনিদেশ যেমনতর—
মেনো, ক'রো তেমনি,
যশোদীপ্ত উন্নতিতে
তুমিও হবে সেমনি। ১৮।

বোধিদীপ্তি সহায় ক'রে
শিষ্ট চলন বেছে নিও,
যে-চলনে সার্থকতা
প্রীতি ভ'রে সেইটি দিও। ১৯।

বিশেষ স্থলে উপযোগী
বিশেষই হয় দানের পাত্র,
আগুনে জল দিলে কি রে
নেভে না আগুন দেওয়া-মাত্র ? ২০ ।

ভিক্ষা নিলে তিনটি দিন
নিতে নাইকো তাহার কাছে,
অমনতর ভিক্ষায় জানিস্
অবসাদ দোষ অনেক আছে। ২১ ।

ভিক্ষায় জানিস্ উচ্চেতন
করতে হবে দাতার মন,
রেখে নজর দেখবি তা'রে
আসবি কিসে উপকারে ;
ইষ্টার্থে ভিক্ষাই শ্রেষ্ঠ নীতি
নয়তো ভিক্ষায় দৈন্যভীতি। ২২ ।

যাহার কাছে পেতে চাও
যত্ন নিও তা'র,
প্রীতিদীপ্ত অনুবেদনা—
জেনো জীবন-সার। ২৩ ।

টাকাই কিন্তু নয় সৰ্ব্বস্ব
মানুষগুলিক্ কর্ আপন,
দুঃখকষ্ট-আনন্দতে
সুষ্ঠু যা'-সব কর বপন। ২৪ ।

টাকা উপায় করবি কি রে
মানুষ উপায় কর্,
শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
উচ্ছলাতে ধর্। ২৫ ।

বোধটাকে তোর বিনিয়ে নিয়ে
ঠিক ক'রে তোর দৃষ্টি,
চল্ না ওরে অমনতর—
ওতেই কিন্তু কৃষ্টি। ২৬।

বিপদ্-তারণ কৃষ্টিকে যদি
শিষ্ট ক'রে রাখতে চাও,
বোধদীপ্ত উচ্ছলাতে
বিপদ্ এড়িয়ে সেমনি ধাও। ২৭।

কেমনে কী বললে মানুষ
কী ভেবে কী করে,
নিজের দাঁড়ায় চললে বুঝে
সার্থকতায় চড়ে। ২৮।

কাউকে যদি না মানিস্ তুই
দাঁড়াবি তুই কিসে?
মরবি ঘুরে ইতস্ততঃ
হারা হ'য়ে দিশে। ২৯।

সদ্ব্যবহার যা' পাবি তুই
যা'র নিকটে যেমনতর,
অন্যের প্রতিও করলে হবি
পরম্পরায় পুষ্টিপর। ৩০।

জাঁকজমক তুই যাই না করিস্
ঠিক থাকিস্ তুই অন্তরে,
তেমনি ক'রেই চলিস্-ফিরিস্
তেমনি তা'রই দিক্ ধ'রে। ৩১।

যে-সৎনীতির উদ্বোধনা
করবি নিজে হ'তে সচল,
পালবি নিজে কঠোরভাবেই
চারিয়ে তবে হবে সফল। ৩২।

পাতলা চোখে দেখিস্ নাকো
কাউকে কিংবা কোন-কিছু,
বোধিদৃষ্টি ঘোলা হবে
আপদ্ কিন্তু র'বেই পিছু। ৩৩।

চোখ দুটো রাখ্ প্রীতিঢোলা
বাক্য রাখিস্ মিষ্টি,
কৃতি রাখিস্ উৎসর্জ্জনী—
সংশ্রবে সৎসৃষ্টি। ৩৪।

বোধ করিস্ তুই বিহিতভাবে
দেখবি-বুঝবি যেমনি,
বিহিতভাবে করবি যা'-সব
শিষ্ট হবে তেমনি। ৩৫।

অজানা অবোধ যা'-সব কিছু
পাণ্ডা হবি সেগুলির,
'অসৎপথে কি উন্নতি হয় ?'—
বিধাতার লেখা তাঁর তুলির। ৩৬।

অসৎ কাজের দৌত্য ক'রে
যেমন যা'দের তৃপ্তি দেবে,
তৃপ্তি নয়কো সে-সব জেনো,—
অন্তরে সেটা দেখ ভেবে। ৩৭।

বিপথ-চলার খোয়াব দেখে
সৎ-এর পথটি ছেড়ে দিও না,
অশিষ্ট তোমার মনোবৃত্তি
তোমায় কিন্তু ছাড়বে না। ৩৮।

বিকৃতি আর বদ্-ধারণা
উপেক্ষা ক'রো মঙ্গলে,
তা' না হ'লে কুদশাতে
থাকবে প'ড়ে দঙ্গলে। ৩৯।

মুক্তিই যদি চাস্ ওরে তুই—!
ভক্তি সেধে নে,
শক্তি পাবি হৃদয়ে তুই
স্খলন ধরিস্ নে। ৪০।

ভক্তি রেখো অটুট ধ'রে
শক্তি পাবে বুকে,
চরিত্রটি উজল রেখো
থাকবে কত সুখে। ৪১।

ইষ্টগুরু পিতামাতায়
বৃত্তিকাবু অটুট টান
থাকত যদি, দেখতে পেতিস্—
উন্নতি তোর হয় কি ম্লান? ৪২।

যতই থাকুক আত্মীয়তা
ঘনিষ্ঠতা রো'ক্ যতই,
সম্মানযোগ্য একটু তফাৎ
রক্ষা করিস্ সততই। ৪৩।

শ্রেষ্ঠ বর্ণ শিষ্য হ'লেও
প্রণাম নিতে খুব মানা,
করলে ওটা, কৃতঘ্নতা
ক্রমে-ক্রমেই দেয় হানা। ৪৪।

শ্রেষ্ঠ-বর্ণ শিষ্য যদি
একান্তই দেয় নতি,
পাদস্পর্শ দিস্ না করতে
শিরঃঘ্রাণে রোধ্ গতি। ৪৫।

ন্যায্য প্ররোচনা যদি
দিয়েও অসৎ দুষ্ট জন
আপৎকর্ম্ম করতে যায়—
রক্ষণ করিস তা'র জীবন। ৪৬।

দোষ করলে না করলে গুণ—
বিবেচনা বজায় রেখে
চলাফেরা করবে তেমন
অমনতর শিষ্ট তাকে। ৪৭।

কী অবস্থায় করবে কী বা
চলবে কেমনতর,
এঁচে সে-সব দেখে রাখ
কৃতিতে হও দড়। ৪৮।

যেমন পথেই চলিস্ ও-তুই—
জ্ঞানের দীপ্তি নিয়ে
পরখ ক'রে পথটি খুঁজে
চলিস্ হৃদয় দিয়ে। ৪৯।

অশিষ্ট আর উৎপাতী যা'—
শিষ্টবোধের বিনায়নায়
হিসাব ক'রে বিহিত করিস্—
শিষ্টবোধির উচ্ছলায়। ৫০।

হিসাব ক'রে ভালর পথে
চলতে থাক্, চলতে থাক্,
মুক্ত হ'য়ে সৎপথে তুই
শুভদীপ্তি বজায় রাখ্। ৫১।

স্বতঃই শিষ্ট সঙ্ঘ-সহ
দরদ ভরা বুক নিয়ে,
যেমন পারিস্ তেমনি চলিস্
অনুকম্পায় মন দিয়ে। ৫২।

ইষ্টতাপন-শাসন-তোষণ
মাথা পেতে তুই নিস্,
ধৃতি-সহ কৃতি নিয়ে
শিষ্ট পথেই চলিস্। ৫৩।

ইষ্ট তোমার হোন না যিনি—
শিষ্ট সাধায় মন রেখো,
কৃতিপথে যেমনটি পাও
সেইটি ধ'রেই চ'লো, থেকো। ৫৪।

ইষ্টই যদি শাসক তোমার
সেই নিষ্ঠাতেই চ'লো,
স্বার্থ-হেতু অন্য কিছুর
সব চাহিদা ভুলো। ৫৫।

শাসিত যদি চাওই হ'তে
শিষ্ট উদ্দীপনায়
শাসক যিনি তাঁর ঈপ্সিতে
চ'লো সম্বেদনায়। ৫৬।

গ্রাম কিংবা সমাজেতে
অসৎ-চলন দেখবে যেই,
শিষ্ট তালে ধৃতিচলনে
সদ্দীপনায় আনবে সেই। ৫৭।

সমাজ-শাসন ব্যাহত হ'লে
ব্যতিক্রম তো হ'য়েই থাকে,
ধীরদীপনী বোধিদীপায়
সংহালেতে এনোই তা'কে। ৫৮।

তোরে ভালবাসলে রে কেউ
একটু তফাৎ থেকে
উন্নতিশীল সংযমী আর
স্বাধীন করিস্ তা'কে,
সম্বর্দ্ধনে সবরকমে
প্রতিষ্ঠা তা'র করিস্,
লাঞ্ছিত বা প্রত্যাখ্যাত
না হয় যেন দেখিস্। ৫৯।

ইষ্টস্বার্থে মনটি বেঁধে
বাঁচাবাড়া ধ'রে
নিজে চ'লে অন্যে চালানো
ঐ তো একটি পথ,

ঐ পথেতে চলবি যত
উঠবে ফুটে সুখসম্পদ্ ;
বিশ্ববিধির এইতো নীতি
সিদ্ধ যা'তে হয় মনোরথ। ৬০।

শাসনদীপা সন্দীপনায়
নিস্ বুঝে তুই হৃদয়টান,—
অন্তর তাহার কেমনতর
বুঝে করিস্ উছলপ্রাণ,
ঐ চলনেই শাসনদীপ্তি
ছিটকে গিয়ে থাকবে যা',
সেই জানিস্ তোর শিষ্ট আশিস্—
আনবে প্রাণে উচ্ছলতা। ৬১।

পাপখ্যাপনী স্বীকার শোনা
জানিস্ কিন্তু মস্ত দোষ,
মগজ-মাঝে ও-সব গিয়ে
বেভুল বাড়ায় পাপের রোষ,
অমনতর শুনলে স্বীকার
কাজে-কথায় কর উপকার,
শুভর পথে ক'রে সমাহার
বহিস্, আনিস্ সুসন্তোষ। ৬২।

অর্ঘনীয় শ্রেষ্ঠ-পাশে
যতক্ষণই থাকতে হয়,
কর্ম্মদীপন শ্রদ্ধাচেতন
মনটি যেন রয়ই রয়,

চলৎ-স্থাবৎ দুইটি স্নায়ু
এমনতর একাগ্রতায়
গ্রহণসাড়া-দক্ষ হ'য়ে
উছল চলে বাস্তবতায়। ৬৩।

পুরুষ! তোমার আনতি যদি
নষ্টা মনের নষ্টে বাঁচায়,
সে স্ত্রী যদি স্বভাবগত
তোমার যোগ্যা গম্যা হয়,
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিশেষ ক'রে
ফিরাতে যদি পার তা'র মন—
তবে জেনো তা' বড়ই ভাল,
নতুবা গ্রহণে দোষ নয় তেমন। ৬৪।

বয়ঃশ্রেষ্ঠ দেখবি যেথায়
যোগ্য মানটি দিবিই তা'য়,
সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বর্ণশ্রেষ্ঠে
রাখবি যোগ্য মহিমায়;
ছোট্ট যা'রা স্নেহভরে
আপ্যায়িতে আপন রাখিস্,
উন্নয়নী ব্যবহারে
যত পারিস্ তা'দের বহিস্;
বৃত্তিতাড়ায় আগল-পাগল
স্বভাব যা'দের সাম্যভাঙ্গা,
সহিস্ বহিস্ নিয়ন্ত্রণে
উৎচেতনে রাখিস্ চাঙ্গা;
এই চলনে স্বভাব রেখে
সব সময়ই চলিস্ যদি,
বিরাগভাজন কমই হ'বি
থাকবি শ্রেয়ে নিরবধি। ৬৫।

জীবনবাদ

এস এস তুমি দয়াল আমার
লোকজীবনের বর্দ্ধনায়। ১।

তোমার দীপ্তি ফুটে উঠুক প্রভু
সকল হৃদয় আলো ক'রে। ২।

যেমন যোগ্য যে
বাঁচেও তেমনি সে। ৩।

সত্যেতে সব বৃদ্ধি পা'ক্,
মৃত্যুনীতি নিপাত যাক্। ৪।

জীবনপথে গতি যেমন
হ'য়েও থাকে চলন তেমন। ৫।

স্বস্তিতেই যদি থাকতে চাও,
কুপাক বুদ্ধি তাড়িয়ে দাও। ৬।

মানুষ-মাটি দিব্য যা'র,
দুনিয়াতে ভয় কি তা'র? ৭।

তোমার জন্য যা' পেয়েছ
দিয়েছেন তা' তিনি,
তাঁ'র জন্য কী করেছ—
রাখ্‌লে কে তা' চিনি? ৮।

আত্মস্বার্থ ছেড়ে দিয়ে
ধৃতিতে রাখ মন,
তবেই দেখো, পাবে ক্রমে
স্বস্তি অনুক্ষণ। ৯।

সত্তাতে রয় জীবনবাণী
চাহিদা রয় অন্তরে,
তা'কে যদি সন্দীপ করিস্
তৃপ্তি র'বে বুক ভ'রে। ১০।

উজ্জীবনের উৎসর্জ্জনা
উৎকর্ষণের উচ্ছলায়,
খরস্রোতা চ'লল যে ঐ
উদ্দীপনার সচ্ছলায়। ১১।

মতবাদের যা'রাই গুরু—
পূর্ব্বতনে সঙ্গতি
থাকে যদি, তাঁদের পায়ে
রাখিস্ প্রিয়-প্রণতি। ১২।

নীতির নতি বজায় রেখে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
করলে দলন, করবি দমন
তীক্ষ্ণ ওজঃ-প্রচেষ্টায়। ১৩।

মূর্ত্তিবিহীন ধর্ম্ম করিস্,—
ধরবে কে তোয় কোন্‌কালে?
মরণতরণ ধৃতি নিয়ে
চল্ ওরে তুই সেই তালে। ১৪।

সবার বিপদ করবি বারণ
আপন জ্ঞানে যত্ন ক'রে,
তৃপ্তি পাবি, দীপ্তি পাবি,
উন্নতি তোয় রাখবে ধ'রে। ১৫।

বয়স যেথায় শিষ্ট ধারায়
সুষ্ঠুভাবে চ'লে থাকে,
সেইতো জেনো—জীবনপথের
পুণ্য আশিস্ বলে তা'কে। ১৬।

শক্তিই যদি চাস্ বুকে তুই
শিষ্ট পথে চল্,
ক্রমেই পাবি অন্তরে বল
হবেই জীবনদীপ উজল। ১৭।

জীবনদীপ্তি তৃপ্তি নিয়ে
উতল তালে চলুক্-ফিরুক্,
কৃষ্টিভরা বোধদৃষ্টিতে
যা'-কিছু সব বিনিয়ে রাখুক। ১৮।

জীবনদীপ্তি চাস্ যদি তুই
তা'কেই ও-তুই উছল কর্,
বৃদ্ধিদীপ্ত অন্তরে তা'য়
শিষ্টতপে তৃপ্ত কর্। ১৯।

স্থিতি, সংহতি আর
আত্ম-উৎসেচন—
সত্তায় যা'দের এ-সব আছে
দীপ্ত তা'দের মন। ২০।

দিব্য পথের যাত্রী হ'য়ে
চল্‌-না ওরে চল্‌-না চল্‌,
বাড়ুক তোদের অন্তর-বল
বাড়ুক তোদের গতি সচল । ২১ ।

কথা ও চলন দিব্য হ'লে
বৃত্তিও হয় ভব্য,
জীবনধারা উথলে ওঠে
সত্তাও হয় সভ্য । ২২ ।

তোমার দিব্য উঠুক জেগে
শক্তি রেখে অন্তরে,
তেমনি ক'রেই উথল হোক তা'
ইষ্টনেশার ধূম ধ'রে । ২৩ ।

প্রকৃষ্টরূপে চলন যেমন
সত্তাস্বস্তি যেমনতর,
অমন চলায় যে-জন চলে,—
তাহার সত্তা তেমন দড় । ২৪ ।

ইষ্টসেবায় শিষ্ট তালে
চলতে থাক্‌, চলতে থাক্‌,
জীবনদীপ্ত অন্তরগুলি
দীপ্তিপথে জ্বলতে থাক্‌ । ২৫ ।

ভালভাবে চলিস্‌ রে তুই
ভালভাবে থাকিস্‌,
ভালভাবে রাখিস্‌ সবায়
ভাল তালেই ফিরিস্‌ । ২৬ ।

উচ্ছলতা তা'কেই বলে—
রঞ্জনায় যা'র সিদ্ধকাম,
উচ্ছলিত হৃদয়লোকে
বান্ধবতায় রয় না বাম। ২৭।

*তৃতদীপা যতই হবে
জানা-অজানায় পাড়ি দিয়ে,
সহজদীপ্ত সম্বেদনায়
ফুটবে বিহিত তৃপ্তি নিয়ে। ২৮।

সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণের
পাড়ি যতই পারবি দিতে,
স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে সে-সব
তুলবে নিশান বিশাল ভূতে। ২৯।

শুভর পথে যা'ই কর না
পাড়ি দিয়ে চলাই চাই,
পাড়ি দিয়ে চললে দেখো—
বাড়বে কত শুভর ঠাঁই। ৩০।

দুর্বিনীত কৃতিপথে
যে কায়দায়ই চলতে থাক,
বুঝে রেখো, দুষ্ট পথে
বাড়তে তুমি পারবে নাকো। ৩১।

---

*তৃত = তৃ (তরণ) + ত।—Crossed, Analysis & Synthesis ক'রে যা' হয়েছে।

সৎচলনার শিষ্টদীপায়
স্বতঃই যা'রা চলতে পারে,
অন্তরেরই ধৃতিবোধনার
স্বভাবধৃতি তা'রাই ধরে। ৩২।

স্বস্তিপথই গম্য তোমার
গতির গীতি-গানে,
ক্রমেই উথলে উঠবে তুমি
দীপ্তি নিয়ে প্রাণে। ৩৩।

আকাশপানে তাকালে তোমার
অনেক রকম নাচনদোলায়—
জীবনতপের ধাপে-ধাপে
তেমনতরই লহর তোলায়। ৩৪।

চাঁদের কোলে ব'সে ও-তুই
মাঙ্গলিক নজর রাখ্,
ফুটে উঠুক ভর-দুনিয়ার
স্বস্তিমাখা হৃদয়-বাক্। ৩৫।

জীবনপথে চলছ তুমি
পা নাচিয়ে সুখের ধাপে,
দেখছ নাকি—যাচ্ছ কোথায়
হাসিকান্নার ধাপে-ধাপে! ৩৬।

দীপ্তি যখন তৃপ্তি পায়
দোলদীপনী উচ্ছলায়,
ধৃতিদীপ্ত চপলদীপ্তি
নেচে ওঠে মেঘমালায়। ৩৭।

আয় না ওরে জীবনপাখী !
সেমনি তালে ধ'রে তাল,
শিষ্ট তোমার আন্তরিক ঢেউ—
স্তব্ধ হ'য়ে থাকুক কাল। ৩৮।

আয় ওরে তুই, ওরে জীবন !
চলনদীপ্ত দিক ধ'রে,
সিক্ত নূতন জীবনচালে
নাচন চলার রং ধ'রে। ৩৯।

আয় ওরে তুই আমার কাছে
আকাশভরা ছায়াপথে,
বিশ্বনেতার ধৃতির চাপে
চল্ উঠে চল্ জীবনরথে,—
আমার পথে রূপনাচনে
রেখে বুকে প্রীতির দাপ,
দীপনাচনে ধিয়া-ধিয়ায়
উড়িয়ে দিয়ে সকল চাপ। ৪০।

জীবন যদি দিব্য হ'য়ে
নীল আকাশে ফুটল না,
হৃদয়তাপের ধিয়া-নাচনে
সকল খেলায় খেল্‌ল না,—
আকাশচাওয়া সুফল যে তোর
শিষ্ট তালে উঠবে কি ?
যে-নাচনে নাচাও তোমায়—
দিব্য হ'য়ে ফুটবে কি ? ৪১।

জীবনের যশ যেমন রে তোর
তেমনি রে তোর চলন সেথায়,
সুখের নাচন তেমনি জানিস্
সেমনি তালে তোরে নাচায়,
চোখের আলো তেমনি তালে
নাচিয়ে তোকে সেমনি চালায়,
বুকের তেমনি নাচন-চলন
নাচায় তেমনি নাচধারায়। ৪২।

ওরে লোভী, ওরে পাগল,
ভেঙ্গে-চুরে সত্তা নিটোল—
স্বার্থগানে মত্ত হ'লি
কিছুই ফিরে দেখলি না,
স্বার্থটাকে শিষ্ট ক'রে
সৎনাচনে নাচালি না ? ৪৩।

ক'রে ভাল বাঁচাবাড়ার
যতই স্বার্থ তুই হবি,
পদে-পদেই বঞ্চনাকে
উপেক্ষা যত করতে র'বি,
ভাল করার স্বভাব-চলায়
ঐ বঞ্চনা বিলক্ষণ
দেখিস্ কেমন পূরণ করে
দিয়ে স্বাস্থ্য-সম্পদ্-ধন। ৪৪।

জীবন-চলনা কী হালে চলে—
বেশ বুঝে নে চলায়-ফেরায়,
সুশাসনে শিষ্ট মনে
রক্ষা করিস্ সুষ্ঠু দোলায়,

দেখেশুনে বোধ ও জ্ঞানে
শিষ্ট হ'য়ে চল্,
এমন কৃতি বাড়িয়েই থাকে
সত্তার দিগ্‌বল। ৪৫।

সমাধানহারা নিজ গতি হ'লে
বুঝবে কী ক'রে অন্যের গতি ?
মাতৃপূজা কি ব্যর্থ হল না ?
হ'ল না সন্তান ব্যর্থমতি ?
মাতৃপূজাকে করিয়া ব্যর্থ
হয় না কি সন্তান ব্যর্থমতি ?
আপনারে যদি না বুঝিয়া লও
কেমনে বুঝিবে জগৎ-গতি ? ৪৬।

বোধটাকে তুই বিনিয়ে নিয়ে
প্রাজ্ঞপথে চলন রাখ্,
শিষ্ট শাসন যা' দেখিস্ তুই
উছল হ'য়ে উঠতে থাক্,
জীবনটা তোর নয়কো বিফল,
নয়কো শীর্ণ, জীর্ণও নয়,
বিনায়নী তৎপরতায়
কৃতিতপই গাহুক জয়। ৪৭।

সাধনা

ভজনধারা যেমনতর
ফলও ফলে তেমনতর । ১ ।

ভজন তবে কোথায় ?
আশ্রয়, দান, সেবানুরাগ
উঠল ফুটে যেথায় । ২ ।

নিষ্ঠাহারা বাজে ভজন
যেথায় যেমন উচ্ছলা,
হীনদীপনী কলকৌশলে
হয় কী তাহার সুচ্ছলা* । ৩ ।

মজুক না মন যে-নাচনে
বচনদীপ্ত কাজ নিয়ে,
ভজন-পূজন তেমনি তোমার
সেমনি পথের দিক্ দিয়ে । ৪ ।

যে যাহাকে যেমনি ভজে
মেলেও তেমনি তা'র,
ভজনহারা যে-জন—তাহার
ব্যর্থ সকল সার । ৫ ।

---

*সু + উচ্ছলা = সুচ্ছলা ।

বিহিতভাবে করবে নাকো
প্রার্থনায় কিন্তু পটু,
এতে কিন্তু হবে না কাজ
ফল পাবে তা'য় কটু। ৬।

শ্রেয়ই যদি চাও—
সকল কর্ম্ম গুছিয়ে নিয়ে
ইষ্টপানে ধাও। ৭।

সাধনা তবে কেমন ?
বোধবিকাশী আয়ত্তিটি
দীপ্ত যেথায় যেমন। ৮।

সাধনা কিন্তু সেধে যাওয়া
বন্দনা কিন্তু তা'তেই হয়,
বন্দনাতে রঞ্জনা আসে
শিষ্ট চলায় রয় না ভয়। ৯।

হাজার রকম সাধনা কর
লাখ কর না বন্দনা,
ইষ্টচর্য্যী প্রীতি বিনা
হবেই নাকো উর্জ্জনা। ১০।

শাসনদীপ্ত চরিত্র যা'র
কৃতিচলনে চলে,
সাধন তাহার শক্ত হ'য়ে
দীপক টানেই দোলে। ১১।

সদ্‌গুরুকে করলে ত্যাগ
সেই পথে বয় মন্দরাগ। ১২।

ব্যাহত যা'র মানসদীপ্তি
বিকৃত যা'র চলন—
ইষ্টাসনে সদ্‌গুরু ছাড়া
হয় কি শিষ্ট মন ? ১৩ ।

যে-সে মন্ত্রই তন্ত্র যা'র
যন্ত্রেরও নাই ঠিক,
এমনতর গুরু যে-জন
ঠিক নাই তা'র দিক । ১৪ ।

বহুগুরুর শিষ্য যা'রা
এক-এ নিষ্ঠা নাই,
দুরদৃষ্ট আসেই তা'দের
ছাড়ে কি বালাই ? ১৫ ।

বেতাল বেভুল বিকৃত চলন
নাইকো এক-এ শিষ্ট গতি,
জীবনবেগটি হারায় তা'দের
অন্তরেরই মানস-জ্যোতি । ১৬ ।

সদ্‌গুরু ত্যাগ করিস্ না-কো—
জাহান্নমের চক্ষু দেখে,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্ট চলায়
চলতে থাক্ না তাঁকেই রেখে । ১৭ ।

গুরুত্যাগে শিষ্টতপা
হ'বিই এটা কে শেখালো ?
ঐ পথেতে চ'লে ফিরে
সত্তাজ্ঞানটি সব হারালো । ১৮ ।

লাখ গুরু তুই পাল্‌টে যা না—
সদ্‌গুরুকে ছাড়লি যেই—
বৃত্তি যে তোর কঠোর হ'য়ে
অসৎ বাঁকে ধ'রল সেই,
লক্ষ দিনের অটুট সাধন
কুপ্রবৃত্তির দংশনে
করবে সাবাড়, পাবি না আবার
ধন্য হ'তে স্পর্শনে ;
মন্ত্রতন্ত্র যা'ই করিস্‌ না
প্রীতি-ধৃতি ছাড়লি যেই,
কৃতিও যে রে সেই পথেতে
মোচড় ফিরে চ'লল সেই। ১৯।

আচার্য্যগুরুই যদি হন—
শিষ্ট নিষ্ঠা সদাই রাখিস্‌,
তিনি ব্যত্যয়ী কভুও ন'ন। ২০।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা'ই করিস্‌ না
আচার্য্য ছাড়া নাই গতি,
নির্দেশ পেলে' তেমনি চলিস্‌
পাবিই অনেক তৃপ্তি। ২১।

আচার্য্যনিষ্ঠা যাহার যেমন
গতিও তাহার তেমনি,
বিকৃতি তা'র—ধিক্কার দিয়ে
দগ্ধও করে সেমনি। ২২।

আচার্য্যের তুমি দায় হ'য়ো না,
তাঁ'র সব দায় তুমিই ধর,
ধ'রে ক'রে সিদ্ধ চলায়
ব্যক্তিত্ব তোমার হবেই দড়। ২৩।

যেখানে তুমি যাও না কেন
থাক না যেখানে,
আচার্য্যগুরুর নির্দেশগুলি
সেবো প্রাণপণে। ২৪।

আচার্য্যচর্য্যা অন্তরে তোর
যেমন হবে তীব্রতর,
অসৎ তেমনি সৎ-চলনে
সন্দেশেই হবে দড়। ২৫।

আচার্য্যগুরুতে নিষ্ঠা যাঁদের
শিষ্ট যেমনিতর,
উন্নতি হয় তেমনতরই
কৃতিও তেমনি দড়। ২৬।

আচার্য্যগুরুর নির্দেশ যা' নয়
করিস্ না তা' কোনকালে,
আসবে না তা'য় বিপথ কালো
তোর সত্তায় অঢেল চালে। ২৭।

আচার্য্যগুরু ত্যাগ করে যে
সদ্য পাপেই ধরে তা'য়,
নিরয়পথের বিকট চলন
ঘোরেই তাহার পায়-পায়। ২৮।

আচার্য্যগুরু ত্যাগ করে যেই
আত্মোন্নতির প্রলোভনে,
শিষ্টতেজা অন্তঃকরণ
এলোমেলো রয় ব্যাপনে। ২৯।

আচার্য্য ছেড়ে আচার্য্য ধরলি—
মূর্খতাতে দিলি পা,
জ্ঞানের বুকে মারলি ছুরি
লাভ হ'ল তোর ধৃষ্টতা। ৩০।

আচার্য্য-ইষ্টে ত্যাগ ক'রে তুমি
লক্ষ স্বর্গে যাও না কেন,
ফাঁকা বুকের বাঁকা বোধে
ব্যর্থ সকল সাধনা জেনো। ৩১।

ইষ্ট-আচার্য্য যা'দের গুরু—
ত্যাজ্য ননকো কোনকালে,
অশেষ কৃতির উদ্‌যাপনায়
ইষ্টার্থ উছল তা'দের ভালে,
তাঁ'রই নিদেশ মানে তা'রা
যেখানে তিনি বলেন যেমন,
যোগদীপনায় সার্থক তা'দের
উদ্দীপনী শিষ্ট চলন। ৩২।

যত বড় যেই হোক না—
আচার্য্যগুরু করলে ত্যাগ,
মানসদীপ্তির বিরাগ চলায়
হবেই সে যে মন্দভাগ,
এ কথাটি ঠিক জেনে তুই
আচার্য্যগুরুকে নিছক ধরিস্,
কৃতিতপা শিষ্ট চলায়
সার্থকতায় ক্রমেই উঠিস্। ৩৩।

কোথায়ও তুই যাস্ নে ওরে
আচার্য্যগুরু ত্যাগ ক'রে,
মন্দদীপা অন্তর তা'তে
লুব্ধ হ'য়ে যায় ভ'রে ;
গুরুকে ধ'রে তাঁ'র নির্দ্দেশে
যেমন যেথায় করতে হয়,
তেমনি ক'রেই চলিস্ ক'রে
অন্তরে যদি চাস্ বিজয়। ৩৪।

কত মন্ত্রই করলি গ্রহণ
কত হালেই জপলি তা',
সত্তাতে কি ফুটছে সে-সব
ফুটলো কোথায় সত্বতা ? ৩৫।

সব তপেরই একটি পথ—
আচার্য্যনিষ্ঠ অনুসরণ,
তেমনি ক'রেই বোধটি গজায়
ধরেও বোধে করে যেমন। ৩৬।

পাথর-শিলায় যেমন পূজা
যেমনতর প্রাণের টান,
সেই পথেতে সিদ্ধি তেমন,—
এতে কিন্তু নাইকো আন্। ৩৭।

সৃষ্টির আদি যিনি সবের
তিনিই সবার স্বামী,
রাধারাণী মূর্ত্ত করেন
সত্তা জীবনগামী। ৩৮।

তাঁকেই বুঝিস্ অন্তরে তুই—
ঐ হ'ল তোর দিশা,
হিসেব ক'রে চলিস্-ফিরিস্
ছাড়িস্ নে তাঁর তৃষা । ৩৯ ।

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে
ভাবছ মনে, সবই হ'ল,
তা' নয় কিন্তু, তা' তো নয়ই
নিষ্ঠাসহ যদি না পাল । ৪০ ।

দীক্ষা যদি শিষ্টভাবে
নিষ্ঠানিপুণ নাই হ'ল,
কিসে তোমার কেমন হবে ?—
বুঝে-সুঝে ঠিক চ'লো । ৪১ ।

ধৃতিবিহীন ধর্ম্ম করা—
কৃতিবিহীন কর্ম্ম,
ধৃতি-কৃতি নাইকো যেথা—
বিফল ধর্ম্ম-কর্ম্ম । ৪২ ।

দৈন্য যা' সব দলন ক'রে
কৃতীর পথে ধা' ওরে,
চরিত্রে তোর ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত ক'রে—তাঁয় ধ'রে । ৪৩ ।

ইষ্টনেশায় বুক বেঁধে রাখ্
কষ্ট পাবি কম,
সৎচলনে চলবি পথে
রইবে বুকে দম । ৪৪ ।

ইষ্টকাজে দৃশ্যজগৎ
স্পৃশ্য হ'য়ে ওঠে,
অজানা যা' জানায় জ'মে
প্রজ্ঞা হ'য়ে ফোটে। ৪৫ ।

ইষ্টানুগ চলনে চ'লে
তাঁর আলোতে দীপ্ত হ'য়ে—
চর্য্যাসেবায় সত্তাটিকে
সদ্‌বোধনায় চলবি ব'য়ে। ৪৬ ।

ভড়ং ধর যেমন-তেমন—
প্রীতিতৃপ্ত বন্দনা
হ'লেই আসবে ঊর্জ্জী-চলন,
দীপ্ত হবে বর্দ্ধনা। ৪৭ ।

লোক-দেখানো যজ্ঞ করিস্—
সত্তাস্বার্থ দেখিস্ কৈ ?
সেগুলি যেই করলি নষ্ট—
চল্‌ল দুঃখ তাথৈ থৈ। ৪৮ ।

ভৃতির টানে দীপ্ত হ'য়ে
শিষ্ট তালে যা' করিস্
যাগযজ্ঞ সেইতো প্রধান,
প্রীতিদীপী যা' তাই-ই ধরিস্। ৪৯ ।

ইষ্ট যে-জন তাঁর চাহিদাই
জীবনব্রতই হোক্ রে তোর,
সব বাঁধনই ছিঁড়ে-ফিরে
তাঁরই সেবায় পড়ুক ডোর। ৫০ ।

দেবার ডাকে ডাকছে তোরে
উৎসর্গ আমন্ত্রণে,
কে যাবি রে আয় ছুটে আয়
এমন শুভক্ষণে। ৫১।

ইষ্ট-অর্ঘ্য শিষ্ট আগ্রহে
আকুল দীপ্ত যেই মুখে,
তেমনতরই কৃতি হ'লে
প্রাপ্তিও হয় সেই দিকে। ৫২।

যা'-কিছু সুন্দর আছে এই পৃথিবীতে
যত্ন-সহ তাহা সব করি' আহরণ,
অভ্যাসে হৃদয়-সহ সাজায়ে স্বভাব
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় করিও অর্পণ। ৫৩।

বোধদীপ্তি ঠিক ক'রে নে
ইষ্টনেশায় অটল থেকে,
সৎ-এর কৃতি চল্ নিয়ে চল্
অসৎ যা'-সব দূরে রেখে। ৫৪।

সংশয় যত ছিন্ন ক'রে
দৃঢ়প্রত্যয় যখন হ'বি,
সব দুনিয়ায় লাগবে রে তাক্
দেখে তোরই মুখর ছবি। ৫৫।

নিষ্ঠানিপুণ রাগের সাথে
একাগ্রতা যদি না-ই এল,
সাধ্য যা' তা' সাধবি কিসে—
সাধন-ভজন সব গেল। ৫৬।

নিষ্ঠাবিহীন সাধক যে-জন
সাধনদীপ্তি নাইকো তা'র,
এলোমেলো যা' তা' নিয়ে
করেই শুধু জীবন ভার । ৫৭ ।

একনিষ্ঠ অনুরাগ হ'লে
যোগ আসে তা'য় তবে,
নিষ্ঠাহারা বি-যোগ হ'লে
কোন্ জ্ঞান হয় কবে ? ৫৮ ।

অবহেলা যেথায় নিষ্ঠা টোটে
কৃতিও দীপ্ত তেমনি,
শ্লথ চলন হ'লেই কিন্তু
নষ্ট স্পষ্ট সেমনি ;
হাজার বছর তপ ক'রে তুই
চললি রে ও যেমনতর,
ফলও হ'ল সেই দিকেতে
না হ'ল শিষ্ট না হ'ল দড় । ৫৯ ।

ইষ্ট-সকাশে যে-সব কথা
শুনলে তোমার বোধন দিয়ে,
তেমনি ক'রো, তেমনি চ'লো,
তেমনি সেধো শিষ্ট হ'য়ে ;
দূরদৃষ্ট ধরবে তোমায়
নইলে কিন্তু—বুঝে দেখো,
জাহান্নমের যাচ্ছ পথে
নিষ্ঠা-সহ—স্মরণ রেখো । ৬০ ।

ভুলই থাকুক, ভরমই থাক,
কসুর যতই হোক না ঢের,
চেষ্টা রাখিস্ শিষ্টভাবে
সিদ্ধদীপী সমাধানের,
হাতেকলমে ধরবি সে-সব
শিষ্টাচারে যেমন পারিস্,
ক্রমে-ক্রমে দেখতে পাবি—
বোধবিচারকে কেমন ধরিস্। ৬১।

যখনই যা' ইষ্টনিদেশ
তৎক্ষণাৎই তা'ই ধর,
বোধবিচারে মিলিয়ে তা'কে
তড়িৎ-ঘড়িৎ তা'ই কর,
অমনতরই কৃতিদীপায়
দেখবে তোমার ক্রমে-ক্রমে,
সার্থকতায় বৃদ্ধি পেয়ে
বাড়বে গতি দমে-দমে। ৬২।

গুরু ক'রে কী হবে তোর
নিষ্ঠা যদি নাই থাকে,
নিষ্ঠাহারা গুরুভক্তি
শিষ্ট নয়কো কোন তাকে ;
তাক্ যদি তুই নাই জানিস্ রে
বিহিত কুশল-কৌশলে,
পারবি বা কী, হবেই বা কী ?
অজ্ঞতাতেই র'বি ঝুলে। ৬৩।

নিষ্ঠা যেথায় ভক্তি সেথায়—
ভজন-সাধন স্বতঃদীপ্ত,
জ্ঞান ও প্রীতির সংহতিতে
বোধও সেথায় শুভদীপ্ত। ৬৪।

ভক্তিই তোর শক্তি আনে
বোধ আনে তোর জয়,
ভক্তি ও বোধ ছাড়িস্ নাকো
হবিই নাকো ক্ষয়। ৬৫।

ভুক্ত যদি না হও তাঁ'য়
ভক্ত হবে কিসে ?
ভুক্তিই* কিন্তু ভক্তি আনে
ঠিক ক'রে দেয় দিশে। ৬৬।

অস্খলিত অটুট ভুক্তিই
ভক্তি-উদ্দীপক,
ভুক্তিহারা ভক্তি জেনো
হয় নাকো ব্যাপক। ৬৭।

শ্রেয়কে যা'রা মেনে থাকে
শিষ্টভাবে জীবনচলায়—
কৃতি তা'দের আপনি আসে,
অশুভ যা' থাকেই ধূলায়। ৬৮।

ইষ্টনেশার আকুল টানে
শিষ্ট অনুচলন
সকল দিকেই সুষ্ঠু হ'য়ে
আনে উচ্ছলন। ৬৯।

*ভুক্তি = possession, inclusion.

শিষ্ট নেশায় স্খলন যা'দের
রয় না যেথায় ইষ্টটান,
তা'দের সাধা—বিপথঘোরা,
সন্দীপী নয় নিষ্ঠাতান। ৭০।

নিষ্ঠানিপুণ ক্রিয়াসহ
সদ্-আচারেই যাহার গতি,
এমনতর হোক না যে-জন
সৎই তাহার ইষ্টে রতি। ৭১।

ধ্যান-পূজা তুই যা'ই করিস্ না
নিষ্ঠাহারা হ'লে তা',
জ্ঞানবোধনা টুটে গিয়ে
নষ্ট হয় তা'র সততা। ৭২।

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতেও
ইষ্টে অটুট থাকে যেই,
শিষ্ট সাধু তা'রাই তো হয়
তা'দের বাড়া মানুষ নেই। ৭৩।

তাড়ন-পীড়ন-প্রদীপনায়
আচার্য্যের যা' অবদান—
শিষ্টভাবে সুষ্ঠু ক'রে
বোধিকে ক'রো শক্তিমান,
স্বস্তি তোমার দীপ্তি নিয়ে
করবে প্রীতি-আলিঙ্গন,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
ক'রোই তাঁকে আবাহন। ৭৪।

ইষ্টচর্য্যায় প্রাণ ঢেলে দাও
শিষ্ট দীপন ঊর্জ্জনায়,
স্বতঃই সাধনা অমনি হ'লে
গজিয়ে উঠবে বর্দ্ধনায় ;
চলতে থাক সুচল চলায়
প্রীতিভরা অন্তরে,
দেখতে পাবে ক্রমে-ক্রমে
দীপ্তি—হৃদয়-কন্দরে। ৭৫।

ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী

শিষ্টাচারে ইষ্টভৃতি
করেই দলন বহুত ভীতি । ১ ।

ইষ্টভৃতি করবি ক'ষে
উদ্দাম অনুরাগে,
যা'ই না করিস্ হদিস পাবি
তেমনতরই তাকে । ২ ।

চার মুঠো চালে আঁজলমুষ্টি
দেব-পিতৃ-ভূতপ্রাণ,
এমন দানে ত্রিলোক পুষ্ট
পূরণ-গড়ন-পরিত্রাণ । ৩ ।

বিঘা প্রতি আড়াই কাঠা
রুজির আড়াই আনা—
ইষ্টসেবায় অর্ঘ্য দিয়ে
বৃদ্ধিতে চল্ টানা । ৪ ।

ভিক্ষা চাইলে ইষ্টভৃতি
শ্রদ্ধাভরে দেওয়াই রীতি । ৫ ।

উদরান্নের সংস্থান নাই—
অভাব-অনটন-অপারগতায়
ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী
ভিক্ষা ক'রেও করবি তা'য় । ৬ ।

স্বস্ত্যয়নী একবার নিয়ে
রুদ্ধ করা নয় সমীচীন,
ভিক্ষা ক'রেও অর্ঘ্য দিলে
তা'তেও হবে দৈন্যহীন। ৭।

ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী
ভিক্ষায় করতে হয়ই যা'দের,
আঁজল-মুষ্টির অধিক তণ্ডুল
নিতে নাইকো কভু তা'দের। ৮।

ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী
পাবক পূরক মহান বাণী। ৯।

যত কষ্টেই পড়ুক নাকো,
আয়ু যদি তা'র থাকে,
ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী
ব'য়েই নেবে তা'কে। ১০।

ইষ্টভৃতি-সহ যাহার
স্বস্ত্যয়নী চরিত্রগত,
ধনে-জনে লক্ষ্মী বেড়ে
হবেই শক্তি উচ্ছলিত। ১১।

সুমানসে যা'ই না করবে
সদক্ষিণায় কর তা,'
ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর
দক্ষিণাতেই* দক্ষতা। ১২।

(*মাসান্তে প্রেরণের সময়)

জীবনপথের পাঁচটি আয়ুধ
স্বস্ত্যয়নী নীতি,
স্বভাবে গাঁথা থাকলে ও তোর
নাই রে কোনই ভীতি। ১৩।

লক্ষ ঝলকে দুলিয়া ফুলিয়া
রিমি-রিমি জ্যোতিঃ বিকিরণে
দ্যুতিদোলকে চমকে ঝমকে
চলে স্বস্ত্যয়নী জীবনরণে। ১৪।

সূর্য্যতেজা মৃত্যু-অরি
দীপ্ত আর্য্যদ্বিজের ঘর,
পূর্ব্বপুরুষ-অনুসৃত
স্বস্ত্যয়নী আগলে ধর্। ১৫।

পা-দাপটে গুল্‌ফ গেড়ে
অমিততেজে দৈন্য ধরি'
এক আছাড়ে কর্ রে নিকাশ
স্বস্ত্যয়নী শরণ করি'। ১৬।

যাক্ অবসাদ বিষাদ বিপাক
পিশুনবৃত্তি নিপাত যাক্,
ভীম-প্রহরণ দৈন্যহনন
স্বস্ত্যয়নী দৃপ্ত থাক্। ১৭।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

রোগবালাইয়ের ব্যতিক্রমে
বিধি যেমন বলে—
তা'ই ক'রে যা ধৃতিযোগে,
দুঃখ—তা' না হ'লে। ১।

যেমন জিনিস খাবে তুমি
চলা-বলায় যেমনতর,
স্বভাবও তোমার তেমনি হবে
তা'তেই তুমি হবে দড়। ২।

মাছ-মাংস আহার করা
নয়কো ভাল কোনদিন,
ক্ষুণ্ণই হয় আয়ু তা'তে
প্রবৃত্তিও হবেই হীন। ৩।

ভাব যেখানে যেমনতর
লুব্ধ হ'য়ে ফেরে,
মানসবৃত্তি তেমনতরই
স্বস্তিটাকে হরে,
ভাবদীপ্ত চলন যেমন
তেমনি তাহার গতি,
স্বাস্থ্যও তেমনি চলৎশীল
তেমনতরই ধৃতি। ৪।

আদর্শ

তত্ত্বদর্শী যে আচার্য্য
তিনিই কিন্তু তা'ই,
তত্ত্ব সাধায় সিদ্ধ তিনিই
সুষ্ঠু অমন নাই। ১।

ধর্ম্মধ্বজী গুরু যে-জন
ইষ্টনিষ্ঠা নাইকো যা'র,
শিষ্ট নয়কো তাহার চলন
ধৃতিকৃতি ব্যর্থ তা'র। ২।

তাঁ'র আরতিই নেমে এসে
আচার্য্যকে দক্ষ করে,
সিদ্ধকাম যে হ'তে চায়—
বিনিষ্ঠতায় তাঁকে ধরে। ৩।

রসুলপূজা করলে তোদের
জাত যাবে তা ব'লল কে ?
রসুলও তোদের সেই অবতার
সেটাও তোরা ভুললি যে ! ৪।

শিষ্ট সুধী দীপ্ত যিনি
তিনিই কিন্তু ইষ্ট,
ধৃতিভজন কৃতিদীপন
চরিত্রে তাঁ'র স্পষ্ট। ৫।

ইষ্ট যে নয়—তৃপ্তি কোথায়—?
জীবনদীপ্তি বয় কি ?
এমনতর যে-জন গুরু
সদ্গুরুতে রয় কি ? ৬।

আর্য্যকৃষ্টি

মঙ্গোলী আর নিগ্রো যা'রা
দ্রাবিড়ী কোল ম্লেচ্ছাবধি,
আর্য্যীকৃত হ'লেই তা'রা
আর্য্যদেরই সুসন্ততি। ১।

ইষ্টই যদি না থাকে তোর
কৃষ্টি কোথা রইবে ?
সৃষ্টিতে তোর বিকট ভঙ্গী—
সত্তা কি তা' বইবে ? ২।

পঞ্চবর্হি'র স্মরণ নিয়ে
সপ্তার্চ্চিকে কর্ বরণ,
অঘমর্ষী যজ্ঞেতে কর্
পাপগুলি সব প্রক্ষালন। ৩।

পাপগুলি যা'য় করতে না হয়
এমন চলন-চাল—
অঘমর্ষীর তাৎপর্য্য তা'ই
চলিস্ রেখে তাল। ৪।

পাপগুলি সব জ্বালিয়ে দিয়ে
অনুতাপের দহন-শিখায়
পুণ্য যা' তা'র সম্বর্দ্ধনা—
অঘমর্ষী-তাৎপর্য্য তা'য়। ৫।

বাড়ায় পাবি সার্থকতা
ধরায় পাবি অযুত বল—
ধীরস্ যদি কৃষ্টি সেটা
সত্তা যা'তে অবিরল। ৬।

লালিম বুকের বিচ্ছুরণে
রনরনিয়ে ওঠ্ রে জেগে,
অবুঝ যা'রা বুঝের টানে
ছিটকিয়ে নে দৃপ্ত হেঁকে। ৭।

বিশ্বচলন-কৃষ্টিতপায়
ঐকায়নী মন্ত্র যা'র,
পূতবন্ধ পরস্পরে
আর্য্যীভূত সত্তা তা'র। ৮।

বর্ণাশ্রম

বজ্রমন্ত্রে জাগ্ রে বিপ্র
পূরণ-গড়ন-রক্ষণে,
মানুষই তোদের হউন স্বার্থ
জীবন-ব্যাপন-বর্দ্ধনে । ১ ।

বর্ণ-কৃষ্টি-দ্বিজ রক্ষা
অন্তর-সূতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম,
বর্ণ-বৈশিষ্ট্য কৃষ্টি-সহ
রাখাই সমস্ত-ধর্ম্ম । ২ ।

বৈশিষ্ট্যকে পোষণ দে তোর—
পরিবেশে সৎ যা' পাবি,
তা'ই দিয়ে তোর ব্যক্তিত্বকে
সদ্‌ভাবেতে কর্ রে ভাবী । ৩ ।

মরিস্ যদি তা'ও ভাল তোর
স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে চ'লে,
পরবৈশিষ্ট্যের অনুসৃতি
করবে নাকাল কুফল ফ'লে । ৪ ।

সবপূরণী সব যা' ধরে
সনাতনী কৃষ্টিদানা,
বৈশিষ্ট্য তোর সেই দিকেতে
রাখ্ জুগিয়ে সটানটানা । ৫ ।

সমাজ

একের তালে চললে সবাই
একের তরে করলে,
গুণ ও জ্ঞানে গুচ্ছ হ'য়ে
দীপ্ত হবে, বুঝলে ? ১ ।

অনীপ্সিত বলাৎকারে
যায় না জাতি বিপাক ভারে,
প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হ'লেই
অশুচি তা'র ছাড়ে ;
দোহাই দিয়ে জাতি ধ্বংসের
যে-জন ঘরে নেয় নাকো ফের—
মহৎ-পাপী সেই পুরুষের
ডাইনী চাপে ঘাড়ে,
সমর্থন বা সংসর্গে তা'র
রাষ্ট্র-সমাজ হয় ছারখার,
হ'য়ে পাতকী ঘোর নারকী
সমাজ-জাতি মারে । ২ ।

প্রেরিতে-ইষ্টে যা'রাই মানে
অটুট প্রাণে সবার চেয়ে,
ঋত্বিক্-সাধু-আচার্য্য-নীত
পূর্ব্বতনী শ্রদ্ধা বেয়ে,
ইষ্টভাইয়ের স্বার্থ দেখে
আপন স্বার্থ যা'রা গণে,

অনুলোমী উদ্বহনে
পালেই যা'রা সংবর্দ্ধনে,
সংগঠনে পরাক্রমের
বাড়ায় বীর্য্য দীপ্ততেজে,
দেখিস্ সেথায় দীপন রাগে
স্বস্তি-স্বরাজ উঠলো বেজে। ৩।

পণপ্রথাতে নাইকো শাসন
প্রতিলোমে দিস্ সাবাস্,
বিধ্বস্তি তোর বিধির যে দান
পেতেই হবে উপহাস,
উঁচোয় চলার রাস্তা যা' তোর
রুদ্ধ ক'রে দিলি সেটা,
নিম্নদিকে চলার ফটক
কামসাধনায় সাজালি তা',
আগলভাঙ্গা জন-জাতি যে
রঙ্গিল রোলে খরস্রোতে
ছুটছে ওরে, রুখবি কেমন
রুখতে কি আর পারবি ওতে ?
পারিস্ যদি এখনও চল্
বাতিল ক'রে খামখেয়ালে—
আদর্শেরই উচোল দাঁড়ায়
শাশ্বতের ঐ নিটোল তালে। ৪।

রাজনীতি

আদর্শেতে নাই প্রাণ
আদেশ শুনলেই অপমান—
এমন তাদের কোথায় দেশ ?
জাহান্নমেই হয় নিঃশেষ। ১।

ইষ্টহারা রাজা যিনি
পড়েন তিনি নানান ছাঁচে,
দুর্ব্বলতা সদস্য তাঁর
প'ড়েই থাকেন মরণ-প্যাঁচে। ২।

প্রীতি-সঙ্গীত অস্খলিত
যতই দেশে হ'তে র'বে,
কৃতিদীপ্তি ততই জেনো—
অমনতর সবাই ব'বে। ৩।

দেশের সেবায় দ্বেষ খাটে না
প্রীতির পূজায় চাইবি দেশ,
ধৃতি-প্রীতির কৃতি যত
পুষ্টই হয় দেশ অশেষ। ৪।

সবাই তোমার দরদী হো'ক
তুমি দরদী হও সবার,
কাজে-কর্ম্মে তা' করবে যত—
দেশধৃতিও বাড়বে তোমার। ৫।

সম্প্রদায়ের সঙ্গতি যদি
শিষ্টভাবে চ'লল না,
নেহাৎ জানিস্ সেখানে আর
তেমন ফলটি ফ'লল না। ৬।

দেশের লোকে চলছে যেমন,
নজর রেখে সেই তালে
বিনায়নায় এমন করিস্—
শুভৈশ্বর্য্য রয় ভালে। ৭।

দণ্ডপটু ভেদের রাজা
সাম-দানে ন'ন সমাধানী,
সুধী শিষ্ট পদস্থকে
শ্রদ্ধা-সম্মান দেন না যিনি,
বিপৎপাতই রাজা সেথায়
শয়তানই হয় আদি শাসক,
রাজ্য সেথায় টল্‌মলে ধায়
সবাই সেথায় সবার নাশক। ৮।

স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সুচলনে
ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টিকে
শুশ্রূষা আর সুপোষণে
চালায় জীবনবৃদ্ধি-দিকে,
সেই নীতিই হয় আসল নীতি
রাজনীতি তুই বলিস্ তা'কে,
ঐ পথেতে চললে জানিস্
সঙ্গতিশীল হবেই লোকে। ৯।

ইষ্টানুগ সমাজসেবায়
উন্নতিতে পদস্থ যাঁরা,
তাঁদের নিয়েই বসতি যাদের
ধ'রেই চলে তাঁদের ধারা,
যে এক আদেশ অমনি ক'রে
করে নিয়ন্ত্রণ জনপদে,
দেশ ব'লে তুই তা'কেই বুঝিস্
কর্ বসতি সুখসম্পদে। ১০।

আশার ঝলক দেখিয়ে করে
চালবাজী আর কেরদানি,
হুজুগ দিয়ে টুকরো করে
ঠগ্‌বাজীতে ফেলে আনি',
অবোধ অজান যতেক যা'রা—
বলে 'বুঝমান' চাপ্‌ড়ে পিঠ,
যোগাড় ক'রে এনে মেটায়
স্বার্থসিদ্ধির শকুন-দিঠ্,
এরাও ক্ষণিক বড় হ'য়ে
কসাইচালী ভয় দেখিয়ে
নেতা-রাজা-মন্ত্রীও হয়
শয়তানেরই চেলা ঢিট। ১১।

বোধিদীপ্ত মস্তিষ্ক যা'র
দূরদৃষ্টি খরা,
প্রীতিভরা হৃদয় থেকেও
ন্যায্য-দীপনভরা,
এমনতর দীপ্ত মানুষ
সাম্রাজ্যেরই গতি,
তাদের শিষ্ট কলকৌশলই
দীপ্ত লোকপ্রীতি। ১২।

প্রীতি-সহ ধৃতি নিয়ে
রাখিস্ দীপ্ত জনগণে,
ভক্তিভরা জ্ঞানদীপনায়
করিস্ উছল জনে-জনে,
ধী-এর দীপ্তি এমনি এসে
প্রীতির বাঁধন প'রে
রাখ্‌বে দেখিস্ সমাজ রে তোর
শিষ্ট নেশায় ধ'রে,
শিষ্টাচারের সংহতি তুই
এমনি রাখিস্ ধ'রে,
বিশৃঙ্খলার শত আঘাত
দেয় না যেন ছিঁড়ে। ১৩।

নারী

প্রেষ্ঠব্রতে স্বভাবসিদ্ধা
দেখবি নারীর ভাব এমন,
সৎছেলেতেও সগর্ব্বী ভাব
প্রশ্নশূন্য কাজ-কথন। ১।

ঘরজ্বালানী পরমজ্ঞানী
বৃষ্টিতে চালন ধরে,
নিঃশ্বাসই তা'র হিংস্র হ'য়ে
বন্ধু নিকেশ করে। ২।

কামার্ত্ত হ'য়ে নারীতে ধায়
পুরুষ জানিস্ মরতে,
প্রীতিনেশায় শ্রেয়-স্বামীতে
ধায়ই নারী তরতে। ৩।

যোগ্যা গম্যা স্ত্রীলোক যদি
পরপুরুষে কামলালসায়
প্রার্থী হ'য়ে পুরুষেরে
কামরাগে আনতি ঘটায়,—
পুরুষের তেমন দোষ না হ'লেও
নষ্টাগমন দোষ উপজয়;
পুরুষ! তুমি থেকোই সজাগ
নষ্টা নারী তোমাতে না হয়। ৪।

জ্যেষ্ঠা সতীন শ্রেষ্ঠা সবার
শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামীর নীচে,
যত্ন-সেবায় তুষ্ট রাখিস্
নইলে কিন্তু সুফল মিছে। ৫।

স্বামী-সবর্ণা পত্নী যদি
বয়সে ছোটও হয়,
অসবর্ণা সতীনের সে
পূজ্যা সুনিশ্চয়। ৬।

পূজ্যা সতীন অতিক্রমি'
স্বামী-সঙ্গে যাস্ নে তুই,
অমনতর ঐ চলনে
সতীন-মমতা যায়ই নুই'। ৭।

স্বামীর ভাল চায় কিন্তু যে
সতীনে করে না বর্দ্ধনা,
সতীন-হিংস বৃত্তি-সেবিকা
স্বামীর ভাল সে চায়ই না। ৮।

সতীনবিরোধী অন্তরী রেশ
থাকলে নারীর প্রাণে,
মরণবাতুল অলক্ষ্মী মূল
দুঃস্থি ডেকে আনে। ৯।

জ্যেষ্ঠা সতীন মাতৃতুল্যা—
স্বামী-সবর্ণা হ'লে
পূজ্যা তিনি স্বামিতুল্যা
বহন-সেবা-বলে। ১০।

পূজ্যা দেবী জ্যেষ্ঠা সতীন—
স্নেহ-মমতা-প্রতিষ্ঠায়
আদর-শাসন-সংবেদনে
ছোট সপত্নী-রক্ষণায়,
রাখলে তা'দের যত্ন ক'রে
উচ্ছলতায় ওঠেই ভ'রে
স্বামী-সন্তান-সংসার সহ
ওঠেই ফুলে স্বচ্ছলায়। ১১।

জ্যেষ্ঠা সতীন যত্ন ক'রে
মমতালিপ্ত করুণায়
না রাখলে ছোট সপত্নীদের
আদর-শাসন-প্রতিষ্ঠায়,
কালমহিষী অলক্ষ্মীর
হিংসা-কালো হাতছানিটির
বেভুল হাওয়া নিপাত ডাকে
সংসার টানে তা'র ছায়ায়। ১২।

নিজের গৌরব গল্পগুজব
এমনভাবে কিছু
করবি না কখন রাখিস্ স্মরণ
যা'তে সতীন নীচু,
খাওয়া-দাওয়া-পরনা যতেক
সেবা-সজ্জা যত
উপেক্ষি' নিজের চাহিদা সব
জোগাবি সতীনে শত,
তৃপ্তিজনক একটু পেলেই
শ্রদ্ধাভরে বলবি অঢেল,
সতীন-তুষ্টি-পুষ্টিকর্ম্মে
থাকবি সজাগ না রেখে ভেল। ১৩।

সতীনের ভাই সতীনের বোন
সকল আত্মীয় তা'র,
যত্ন ক'রে করবি তা'দের
প্রিয়জন আপনার। ১৪।

সতীন-ছেলের প্রতি যেমন
শ্রদ্ধারঙ্গিল স্নেহ,
স্বামীটিও তেমনি আপন
নেই তা'তে সন্দেহ। ১৫।

মেয়ের কোলেই মানুষ হয়
মেয়ের চোখে ঘুম,
মেয়ের মাইয়ে পেট ভরে তোর
তাই জীবনের ধুম। ১৬।

বিবাহ

বিবাহবিহীন পুরুষ হ'লে
বংশত্ব তা'র কোথায় রয় ?
স্বস্তিহারা প্রায়ই তা'রা
দায়িত্বশীল কমই হয় । ১ ।

একটি মেয়ের দ্বিত্ব-পুরুষ—
ফানুস্ হ'য়েই চলতে থাকে,
অদৃষ্ট তার দ্বিত্ব-দীপক
ঘোরে-ফেরে অমনি তাকে । ২ ।

শ্বশুরবাড়ীর ঘর করে না
এমনতর মেয়ে যা'রা—
কৃতিদীপা হয় কি তা'রা ?
চরিত্রও হয় ব্যর্থ-ভরা । ৩ ।

লাখ প্রলোভনে সতী যেমন
অটল অচল হ'য়েই রয়,
স্বামীদীপ্ত সংস্কৃতি সে
সহজভাবে তেমনি বয় । ৪ ।

বর্ণশ্রেয় স্বামীর ঘরে
ইতরা পত্নীও অনেক ভাল,
ধৃতি তা'দের উছল চলে
নিয়ে শিষ্ট দীপন আলো,
স্বামীর বর্ণের খাদ্য-আচার
তেমনি চলাই উচিত ঠিক,
নয়তো কিন্তু বর্ণঘাতী—
সমাজ গড়ায় সেমনি দিক । ৫ ।

প্রজনন

ইচ্ছে ক'রে মেয়ে যদি
উচে বিয়ে পুষতে নারে,
স্বামী-বৌয়ের অদল-বদলে
জননীতি মুষ্‌ড়ে পড়ে। ১।

পিতৃপ্রতিম বয়স দেখি,
করিস্‌ যদি পুরুষ বরণ,
পুষ্ট সুষ্ঠু সন্তান পাবি
দূর হবে অনেক আপদ-মরণ। ২।

দশ-এগারো বছর বড়
শ্রেষ্ঠ পুরুষ করলে বরণ,
সুষ্ঠু পুষ্ট সন্তান পাবি
হবেই অনেক আপদ্‌-তরণ। ৩।

ধরণপ্রবণ অনুলোমে
উত্তেজনী অধিকতায়
ছেলেমেয়ে দীপ্ত ঝাঁঝাল
গুণাধিক্য প্রায়ই পায়। ৪।

রজোবীজের ব্যতিক্রমে
বৈশিষ্ট্য আর কৃষ্টি-হারা
অপকর্ষী জীবন-জনন
চলতে থাকে হতচ্ছাড়া। ৫।

বিসদৃশ যৌনাচারে
বৃত্তি-উছল মায়িক মন
জ'ন্মে ধাঁধায় গণমনে
বিপথ দেখায় অনুক্ষণ । ৬ ।

ঊষর ক্ষেতে পুঁতলে সুফল
বাড়েও যদি কম,
জাতটি ফলের ঠিকই থাকে
সূক্ষ্মেতে পূর্ব্বতন । ৭ ।

বীজপোষণী ক্ষেতের ধাত যা'
বাড়ায় বীজকে সত্ত্বমাফিক,
অঙ্কুরণে সুষ্ঠু ক'রে
পুষ্ট করাই বিশেষ তারিফ । ৮ ।

মানুষ-গরু-কীট-পতঙ্গ
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা
সেধে-বেঁধে উঠ্‌ল দানায়
যেমন যে তা'র নিষ্ঠাধারায় । ৯ ।

লীলার কোলে উৎস-রোলে
বিকিয়ে দানা সত্তারাগ
চলার পথে বিধিমতে
ছুটছে ভেদি' মরণবাগ । ১০ ।

লীলায়িত আলিঙ্গনে
দেওয়া-নেওয়ার আবেগরতি
অনুস্যূত হ'য়ে দানায়
ফুট্‌লো দানা চলৎগতি । ১১ ।

জন্ম-মরণ-ক্ষরণ-রোপণ
নিয়ে কত পরিণতি
ছুট্‌ছে দানা, ফুট্‌ছে দানা
সৃষ্টি ক'রে স্বসন্ততি। ১২।

দীন-দুনিয়ায় দানার খেলা,
দানাই বাঁচে, দানাই বাড়ে,
দানাই গজায় দানা হ'তে
দানাই দীপ্ত অন্ধকারে। ১৩।

যেমন দানা তেমনি দীপন
দানাই ক্ষরে দানা হ'তে,
বিশ্বে ফোটে যা'-কিছু সব,
যেমন দানা তেমনি মতে। ১৪।

এক-আকৃতি দানার জীবন,
সেই সূত্রে জমায়েত
হ'ল যা'রা—বাঁধ্‌ল দানা
তেমনি হ'ল তা'দের চেত। ১৫।

দানা-বাঁধা জীবনসূত্র
সত্তাটি তা'র ফেললে ছিঁড়ে,
ভাবিস্‌ আবার বাঁধবে দানা
পাবি কি আর সে-তাই ফিরে? ১৬।

ডিম্বকোষ কিন্তু দেয় না জীবন
জীবনই দেয় শুক্রকীট,
শুক্রকীট যা'র যেমনতর
দীপ্তও তেমনি অস্তিপীঠ। ১৭।

কৃষি

জমির ধাতু যে-সার ধরে
তেমনতর বীজকে গড়ে। ১।

জৈব-সংস্থিতি যে-বীজে যেমন
বিহিত ক্ষেত্রে ফলও তেমন। ২।

যেমন বীজ তা'র তেমনি গাছ
বীজেই থাকে জনন-ধাঁচ,
মাটির গুণে পোষণ পায়
বীজমাফিকই বাড়্-এ ধায়। ৩।

জৈবী ধাতু ক্ষেতের যেমন
বীজও পাবে তেমনি বাড়ন।
বিসদৃশ বীজ ও ক্ষেতে
পাবেই বিকার জননেতে। ৪।

ঝাড়ের ঝরা ক্ষেতের সার
সেই ঝরা সেই বীজের বাড়
যে ক্ষেতে রয় যেমন ঝাড়
সেই ক্ষেতই পায় তেমন সার। ৫।

শিক্ষা

আদর্শপূরণে মন নাই তোর
গবেষণার কণ্ডূতি,—
সবই ফক্কা, না হ'লে তোর
পূর্ব্বাপরের সঙ্গতি । ১ ।

না ক'রে শুধু নীতির কথা
সন্তানে শিক্ষা দিস্ না,
পড়া-সরষেয় ভূতে পাইয়ে
ভূতেরে অঢেল করিস্ না । ২ ।

ইষ্টে অটুট গভীর টানে
গবেষণায় জ্যোতিষপথ
খোঁজায় মিললে মিলতে পারে
সত্য অনেক বিধিমত । ৩ ।

বস্তুবুকের চিৎপ্রগতি
যতই যেমন ভাঙ্গ্‌ল,
জড়ের মাঝে জীবনটা তা'র
ততই তেমনি ডুব্‌ল । ৪ ।

বস্তু যা' সব মনচেতনার
পরিণামী আত্মপ্রকাশ,
জড়ত্বটাও সেই চেতনার
আপেক্ষিকী নিনড় বিকাশ । ৫ ।

প্রজ্ঞা

কী করলেই বা কী হয়
কেনই বা হয় সেটা—
এইগুলি সব বিনিয়ে চলিস্,
জ্ঞানের লক্ষণ এটা। ১।

বুঝিস্, কিন্তু জানিস্ নাকো—
এ কেমন তোর রীতি ?
মূর্খ চলন এমন হ'লে
ব্যর্থই হয় ধৃতি। ২।

নিষ্ঠা ছাড়া হয় কি বোধ ?
জ্ঞান সেখানে রুদ্ধ থাকে,
জীবন সেথায় বিকৃত হ'য়ে
হারিয়ে ফেলে শুভটাকে। ৩।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সাধনদীপ্ত যেমন হবি,
তেমনি রে তোর বাড়বে ধৃতি
বোধদীপনা তেমনি পাবি। ৪।

আচরণজ্ঞানী আচার্য্য ধরিস্—
তিনিই জ্ঞান-দীপ্তি,
তাঁকে ছেড়ে লাখ ধরিস্ না—
হবে না কভু তৃপ্তি। ৫।

মানসদ্যুতি যেমনি হোক তোর—
শিষ্ট নেশায় গুরুপূজায়,
দেখিস্ ক্রমে কী তালে তোর
বোধদীপ্তি কেমন গজায়। ৬।

গুরুর পূজা যা ক'রে তুই
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
ক্রমেই দেখিস্ প্রাজ্ঞরাগে
উঠবে রে জ্ঞান সু-সজাগে। ৭।

ইষ্টনিষ্ঠা যেমন যাহার
বোধিজ্ঞানও তেমনি,
নিষ্ঠাবিহীন যা'রা তা'দের
বোধবিপাকও সেমনি। ৮।

বোধদীপনী তৎপরতায়
আগে জেনে নে,
করা-ধরা বোধে মিললে
তবে তো জ্ঞানে। ৯।

বোধের সাথে বিবেচনা যা'র
মূর্খ সঙ্গীতি নিয়ে চলে,
শুভদীপনী অদৃষ্ট হ'লেও
প্রায়ই কিন্তু কুফল ফলে। ১০।

ক্রম যদি তোর বোধে না আসে
সারবে কি ভ্রম কোনকালে ?
মিথ্যা ভ্রমে দগ্ধ হ'বি
বোধ হারাবি পলে-পলে। ১১।

যে-বোধ তোমার মজুত আছে
বিহিত বিশেষ যেমন তা',
তা'র বিনায়নে বুদ্ধ হ'লে
প্রবুদ্ধ হবে বিজ্ঞতা। ১২।

বোধের কথা ক'বি যেমন,
দেখবি ক'রে যেমনতর,
জ্ঞানও আসবে তেমনিভাবে
বোধও হ'য়ে উঠবে দড়। ১৩।

অন্যের বোধসঙ্গতিতে
শিষ্ট বোধি যদি না হ'ল,
তেমন বোধের বুদ্ধি কোথায়,—
বেচাল চালে নিকেশ হ'ল। ১৪।

বিন্যাস-বিনায়িত বোধি যা'র
সজাগ সুদীপ্ত অন্তরে,
পর্য্যায়ী তা'র অনুচলন
মেধা বোধি-কন্দরে। ১৫।

তোমার বোধি-সন্দীপনায়
অন্যে বুদ্ধ যেই হ'ল না,
অমনি বুঝো, বোধসঙ্গতির
তেমন স্থলে মিল হ'ল না। ১৬।

ভাবটি তোমার রইবে যেমন
ব্যাভারও হবে সেই পথে,
বোধ-ব্যাভারের সঙ্গতিতে
জ্ঞানও আসবে সেই মতে। ১৭।

গুণেই কিন্তু বাড়ায় জ্ঞান
জ্ঞানে বাড়ায় বুদ্ধি,
শিষ্ট বুদ্ধি হ'লেই জানিস্
ক্রমেই আসে সিদ্ধি। ১৮।

বোধিদীপ্ত না হ'লে তোর
জ্ঞানে হবে কী?
হাতে-পাতে যা'ই করিস্ না
ছাইয়ে ঢালা ঘি। ১৯।

বোধিদীপ্তি বাড়ায় কিন্তু
ক্রমেই দিব্য জ্ঞান,
প্রীতিপ্রসূ অন্তরের টান
উথলে তোলে ধ্যান। ২০।

জ্ঞান কিন্তু ম্যান্-ম্যানে নয়—
আয়ত্ত তা'রে করতেই হয়,
যা'র ফলেতে জ্ঞান-বোধনা
ক্রমে-ক্রমে উছল হয়। ২১।

প্রীতি নাইকো যা'তে তোমার
জ্ঞান হবে তা'য় কিসে?
বেঘোর পথে চলবি-ফিরবি
পাবি কি তা'র দিশে? ২২।

বিনায়কের যা' আগ্রহ
চিত্তদীপী উছল টান,
ঐ রকমে চললে পরে
সহজে হ'বি জ্ঞানবান। ২৩।

সুধৃতি-সমীক্ষ বুদ্ধি যা'দের
জ্ঞানদীপ্তি তা'দেরই হয়,
চলন-ফেরন সবই শিষ্ট
কৃতি গাহে তা'দের জয়। ২৪।

নয়নদীপা মানসচক্ষে
যেমনতর যা' দেখিস্,
সেগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে
সত্তা কী তা'র তা' বুঝিস্,
এমনি ক'রেই জ্ঞানের আলো
শিষ্টপথে সুষ্ঠু ধায়,
বিজ্ঞতা তোর অমনি আসে
ধীর চলনে পায়ে-পায়,
ওতে জ্ঞানটি যেমন হবে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে—
সিদ্ধ হবে সে-সব জ্ঞানে
অমনতর ধী-চলনে। ২৫।

নিষ্ঠা

নিষ্ঠা যেমন যা'র
গতিও তেমন তা'র। ১।

অনুসরণ যা'র যেমনতর
নিষ্ঠাও তা'র তেমনি দড়। ২।

নিষ্ঠার জোর যেথায় যেমন
সদ্‌গতিও শিষ্ট তেমন। ৩।

ভঙ্গুর নিষ্ঠা যা'দের যেমন
ভণ্ডুল হৃদয় তা'দের তেমন। ৪।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যে-জন
কৃতিদীপ্ত নয় সে কখন। ৫।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ—
উথলে উঠে হৃদয়খানা
ছড়ায় প্রীতির ফাগ। ৬।

দেখ্‌ ওরে তুই শোন্‌,
অস্খলিত নিষ্ঠা ছাড়া
ধৃতি হয় কখন? ৭।

নিষ্ঠাই যা'র নাই—
লাখ গুণ তা'র থাক্‌ না কেন
সারই তা'র বড়াই। ৮।

সুনিষ্ঠ যে নয়—
পদে-পদে বিকৃতি তা'য়
ক্রমেই করে ক্ষয়। ৯।

স্খলনহারা নিষ্ঠা যা'দের নাই—
তপ-জপ তা'রা যা'ই করুক না
ওড়েই দীপক ছাই। ১০।

ঠিক জানিস্ তুই ঠিক জানিস্,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্টাচারে
সুক্রিয় হয়—তা' মানিস্। ১১।

নিষ্ঠাভাঙ্গা মন নিয়ে তুই
যতই করিস্ যা'—
ব্যর্থ হ'য়ে বরবাদে যাবে,
করিস্ নাকো তা'। ১২।

ঠিক জানিস্ তুই ঠিক জানিস্—
নিষ্ঠানিপুণ রাগ বিনে কা'রো
হয় না কিছু, ঠিক মানিস্। ১৩।

নিষ্ঠাভাঙ্গা মন যাহাদের
ভঙ্গুর তা'রা হবেই হবে,
বিশীর্ণ বেতাল চলনে তা'রা
বিনায়িত হ'য়েই র'বে। ১৪।

আচার্য্যনিষ্ঠা যেথায় থাকে
অনুকম্পী কৃতি-সহ,
উছল চলে তা'দের চলনা
হয় না তা'রা সুদুর্ব্বহ। ১৫।

মন্ত্র-তন্ত্র-নিষ্ঠাহারা
ইষ্টদ্রোহী যেই হ'ল,
তেমনি আশিস্ কুসন্ধিৎসায়
অসৎপথে বাঁক নিলো। ১৬।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
কৃতিচর্য্যা যেই তালে,
তেমনতরই মানসদীপ্তি
উছল তাহার হয় ভালে। ১৭।

নিষ্ঠা যদি শিষ্ট হ'য়ে
চ'লল না হৃদয়ে,
উচ্ছলতাও ভেঙ্গেচুরে
রইল যে কু-লয়ে। ১৮।

স্খলনহারা নিষ্ঠা যখন
বরণদীপ্তিতে চলে,
কৃতি তখন ধৃতির পথে
উছলে পড়ে ঢ'লে। ১৯।

নিষ্ঠা যাদের কাটাছেঁড়া—
গুরুর দঙ্গল বাড়িয়ে চলে,
দীপনহারা শিষ্ট তালে
ঘূর্ণিপাকে তা'রাই দোলে। ২০।

টলায়মান যা'দের নিষ্ঠা
বোধও তা'দের তেমনি,
অসৎকে তা'রা সৎই ভাবে
সৎকে উল্টো সেমনি। ২১।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ তোর
যা'তে যেমন ক্রিয়মাণ,
ব্যক্তিত্বও তোর তেমনি হ'য়ে
ভরদুনিয়ায় দীপ্তিমান। ২২।

ইষ্টনিষ্ঠা নেইকো যা'দের
চাহিদার প্রীতি অঢেল ঢালে—
নিবিষ্ট তা'রা নয় কখনও
প্রতিঘাত করে আপৎকালে। ২৩।

দাগাবাজী ছাড়্ আগে তুই
কৃতিচলন রেখে ঠিক,
অটুট নিষ্ঠায় শিষ্ট হ'য়ে
চল্ ওরে তুই ধৃতির দিক। ২৪।

ভণ্ড নিষ্ঠা খণ্ডই হয়
তোলে না মাথা শিষ্টতপায়,
বিকৃতিরই বাজার করে
জেনো তা'রই শিষ্টতায়। ২৫।

নিষ্ঠা যদি না-ই থাকে তোর
অটুট হ'য়ে সত্তাতে,
ঠিক জানিস্ তুই—শিষ্টচলন
হবে না তোর কোনমতে। ২৬

অস্খলিত নিষ্ঠা যেমন
কৃতিদীপ্ত যাহার টান,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'লে
দুনিয়া বাঁচায় তেমনি প্রাণ। ২৭।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ নাই তোর
ধর্ম্ম বুঝিব কী ?
চলিস্ ফিরিস্ করিস্ কতই—
ছাইয়ে ঢালিস্ ঘি। ২৮।

সদ্‌গুরু তোমার হো'ক না যেমন
অটল থেকো নিষ্ঠায়,
তাঁকে ছেড়ে যা'ই কর না—
লুব্ধ হবে বিষ্ঠায়। ২৯।

নিষ্ঠানিটোল ভক্তি তোমার
যা'তে যেমন ভাঙ্‌ল,
শিষ্টচলন তেমনি তোমার
অসৎ কালোয় ধ'রল। ৩০।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট যে নয়
জানিস্ মানস-কন্দরে,
শিষ্ট নয় তা'র নিষ্ঠাচলন
ভ্রষ্ট সে-জন অন্তরে। ৩১।

নিষ্ঠা যেমন বোধও তেমন
ধৃতিও তেমনি রয়,
কৃতি তাহার উথলে উঠে
সার্থকতায় বয়। ৩২।

নিষ্ঠা যদি নিষ্ঠ না হয়
অস্খলিত অনুক্রিয়ায়,
তপশ্চর্য্যায় তেমন নিষ্ঠা
সার্থকতা দেয় না তা'য়। ৩৩।

উছল যদি হ'তেই তুমি চাও—
আচার্য্যনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
তাঁ'রই সেবায় ধাও। ৩৪।

সৎপথে যদি না-ই চলিস্ তুই
কাঁদাকাটায় হবে কী ?
শিষ্ট-সুধী নিষ্ঠা নিয়ে
চললে কিন্তু বাড়েই ধী। ৩৫।

শিষ্ট সুষ্ঠু নিষ্ঠা তোদের
আহার-বিহার সৎ-এই র'লে,
যায় কি রে জাত, যায় কি ধর্ম্ম ?—
শুদ্ধাচারে থেকেই চলে। ৩৬।

সদ্-বৃত্তি অন্তরে যা'র
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে,
তাদের হৃদয় একদীপ্ত
সেবাদীপী ভাব দিয়ে। ৩৭।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যেখানে
অস্খলিত ন্যায্য চলন,
তখন থেকেই হয় রে সুরু
উচ্ছলতার দীপ্ত বলন। ৩৮।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যেখানে
অস্খলিত টান,
ঐ রাগেতেই জানিস্ তাহার
উছল দীপ্ত প্রাণ। ৩৯।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যদি রয়
কৃতিসহ উচ্ছলনে,
শিষ্ট হবে শক্তি তোমার
দীপ্তিতপার সম্বেদনে। ৪০।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ যদি তোর
অন্তরেতে রইল না,
কৃতিদীপা সত্তা যে তোর
শিষ্ট ধারায় বইল না। ৪১।

ইষ্টনেশায় নিষ্ঠ থেকে
শিষ্ট চলায় চলতে থাক্,
ক্রমেই বাড়বে বুকের বলটি
দীপ্ত হবে সুষ্ঠু ভাগ্। ৪২।

কেমনতর কীর্ত্তি নিয়ে
কোথায় কেমন হ'বি উছল,
নিষ্ঠানিপুণ অন্তরেতে
ঐ সম্বেগই হয় সবল। ৪৩।

নিষ্ঠাহারা সত্তা যেমন
দ্যুতিহারা শক্তি ধরে,
তেমনতরই অশিষ্টতা
ক্ষেপণধাপে ভেঙ্গে পড়ে। ৪৪।

নিপুণ নিষ্ঠায় ঊর্জ্জীতেজা
ইষ্টভক্তির উদ্যমে
শিষ্ট যে-জন সন্দীপনায়—
পড়ে না দ্বিধার কুভ্রমে। ৪৫।

নিষ্ঠানিপুণ কৃতিধারা
সত্তায় যদি চলেই রে,
অটুট চলায় বোধিসহ
চলবি ঠিকই জানিস্ যে। ৪৬।

আচার্য্য-ইষ্ট যা'রাই পায়
কপাল তা'দের নেহাৎ ভালো,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিচর্য্যায়
নিকেশ হয়ই তা'দের কালো,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
ভক্তিমাখা তা'দের সেবা—
বোধদীপনী অনুচর্য্যী
তা'দের সমান আছে কেবা ? ৪৭।

অনুরাগ

অনুরাগ যেমনতর
　　অবস্থানও তেমনতর । ১ ।

দাঁত খিঁচোলেই ভাঙ্গ্‌লো প্রীতি
　　নয়কো ওটা প্রেম-প্রকৃতি । ২ ।

টাকার টানে পিরীত হয়,
　　সে-প্রেম কিন্তু কিছুই নয় । ৩ ।

অটল প্রীতি হৃদয়ে যা'দের,
　　অস্খলিত কৃতি তা'দের । ৪ ।

প্রীতি-সংহতি আনে দীপ্তি,
　　বাড়িয়ে তোলে সুধৃতি । ৫ ।

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ ইষ্ট-অনুরাগ—
　　ক্রমেই বাড়ায় হৃদয়-বল,
　　　　ক্রমেই বাড়ায় ভাগ । ৬ ।

প্রীতি যা'তে ছিন্ন—
　　সেইখানেতেই দরদনেশা,
　　　　তা' বাদে নয়,—ভিন্ন । ৭ ।

সুখী যদি চাস্‌ হ'তে তুই
　　মানস-চক্ষু খোঁজে রাখ্‌,
আপদ-বিপদ এড়িয়ে যা'-সব
　　শিষ্ট প্রীতি নিয়ে থাক্‌ । ৮ ।

সব আমিরই তুমি আছে
নিয়ে সত্তা-সঙ্গতি,
প্রীতি তাতে উছল হ'য়ে
আনেই আলোক-দীপভাতি। ৯।

প্রীতির দাবী ঠেললি ফেলে
সাধ্যমত বইলি না,
প্রত্যুত্তরে পাবিও যে তা'ই
বঞ্চনাকে ছাড়লি না। ১০।

প্রীতির চর্য্যা ক'রে ওরে
মানুষ উপায় ক'রে চল্,
বাড়বে শক্তি, বাড়বে কৃতি,
বাড়বে বুকে অদম বল। ১১।

প্রীতিসহ শিষ্টাচারে
চলবি যতই হৃদয় নিয়ে,
প্রীতিদীপ্ত তাৎপর্য্যেতে
কৃতি উঠবে ফিনিক্ দিয়ে। ১২।

প্রীতি যখন উঠল ফুটে
যেমনভাবে যেইখানে,
মানসদীপ্তিও মূর্ত্তি নিয়ে
ওঠে ফুটে সেই টানে। ১৩।

মরণকে যে ডেকে আনে—
স্তব্ধ ক'রে তা'র গতি
জীবনদানায় ফুটিয়ে তোল—
অন্তরেতে রেখে প্রীতি। ১৪।

মূর্খতা তোর এমনি জঠুর
নিজের ভাল বুঝলি না,
দীপ্তিমাখা প্রীতির টানে
আচার্য্যকে ধরলি না। ১৫।

অনুরাগের দীপ্তি নিয়ে
শক্তিটাকে ফুটিয়ে তোল্,
সেই ফোটানো জীবন রে তোর—
গা' না তা'রই শিষ্ট বোল্। ১৬।

অনুরাগের সক্রিয় দীপ্তি
মূর্ত্ত যত ক্রমে-ক্রমে,
সত্তাও তেমনি গজিয়ে ওঠে
শিষ্টদীপী দমে-দমে। ১৭।

স্বার্থভরা প্রণয় যাহার
আত্মম্ভরি অনুচলন,
প্রীতি কোথায় দেখবি রে তার
বিকৃতিই তার অনুবেদন। ১৮।

প্রীতির দুয়ার রাখ্ খুলে তুই
ধৃতির দীপ্তি ধ'রে,
চলন এমন হ'লেই জানিস্
ধীমান হ'বি ধীরে। ১৯।

সোজা চল শিষ্ট পথে
নিষ্ঠানিপুণ রাগ ধ'রে,
অনুরাগের দীপ্তি দেখো
উছল হবে প্রাণ ভ'রে। ২০।

প্রীতির টানে কৃতী হ'য়ে নাও
আসবে ধৃতি আপনি হেঁটে,
অচ্ছেদ্য প্রীতির টানে কিন্তু
উঠবে হৃদয় আপনি ফুটে। ২১।

পিরীত কর পিরীত নিয়ে
শিষ্ট কর সত্তা,
প্রীতির দোলায় দুলে তুমি
থাক প্রীতিমত্তা। ২২।

নিষ্ঠাভরা প্রীতি-পরিচয়
করলে উপভোগ-উচ্ছলায়,
বোধের দীপ্তি-উদ্দীপনায়
সুকৃতিও তা'তে ধরায়। ২৩।

শিষ্ট প্রীতি চল্ না নিয়ে—
মৃত্যুও গা'বে জয়োচ্ছল,
মানসস্মৃতি দেখবে সবাই
চোখের জলে সুটলমল। ২৪।

ব্যবহার-সেবা-হৃদয় দিয়ে
করবি যেমন অনুকম্পায়,
তেমনতরই তৃপ্তি নিয়ে
দেখিস্ প্রীতি কেমন ধায়। ২৫।

প্রকৃষ্ট নয় এমন প্রণয়
তুষে-পুষে যা' রাখিস্,
অন্তরে তোর মারবে আঘাত
(যদি) জীবনদীপ্তি না ধরিস্। ২৬।

ভালবাস যা'কে তুমি
স্বার্থলোলুপ দীপ্তি নিয়ে,
সেথায় কিন্তু রয় না প্রীতি—
যায় সে চ'লে ফিনিক্ দিয়ে। ২৭।

স্বার্থদীপী প্রীতি কিন্তু
ব্যর্থতাকেই ডেকে আনে,
তৃপ্তি তা'দের অন্তরেতে
দুঃখবাণই সদাই হানে। ২৮।

প্রিয়দীপ্ত শিষ্ট মুখে
সুষ্ঠু কথা ব'লো,
দেখবে তা'তে ক্রমে-ক্রমে
প্রীতিই উছল হ'লো। ২৯।

যে না হ'লে চলে না তোর
তৃপ্তিরত প্রাণন-মনে,
সেথায় কিন্তু আসেই প্রীতি
কর্ম্মদীপ্ত অনুনয়নে। ৩০।

প্রীতি যাহার প্রহরী রয়
চালচলন হয় তেমনি,
তেমনতরই চলে-বলে
রকমও তা'র সেমনি। ৩১।

পাওয়ার নেশা যেথায় থাকে
দীপ্তিহারা স্বার্থতালে,
ভালবাসা আসবে কি তোর
অমনতর ডামাডোলে ? ৩২।

যা'কে যেমন ভালবাসিস্‌
তা'র চলন তোর তেমনি লাগে,
থাকে তা'তে শিষ্ট প্রীতি
সন্দীপনাও তেমনি জাগে। ৩৩ ।

আকুল প্রাণের আবেগ নিয়ে
যা'কে যেমন বাসবে ভালো,
সততারই উচ্ছলতায়—
তেমনি সে হয় জীবন-আলো। ৩৪ ।

প্রেষ্ঠপ্রীতি ক্ষুণ্ণ করে
এমন বৃত্তির হাতছানিতে
ধায় নাকো মন, নিথর চলন
লোভপ্রদ লোভানিতে,
বৃত্তি কাবু বুঝিব তখন
বিনিয়ে হ'চ্ছে নবীন গঠন,
পূরণ-গড়ন-প্রস্রবণে
প্রজ্ঞা নাচে মেতে। ৩৫ ।

সেবা

লোকের সেবা শিষ্ট চলন—
নিয়েই আসে স্বর্গদীপন। ১।

সেবাবুদ্ধিই শিল্প গড়ে,
সেবাতেই সব হ'তে পারে। ২।

খেটে সেবায় সুফল দিলে
খাটুনীর ফল তবেই মিলে। ৩।

দুঃস্থ, দুর্ব্বল, কিন্তু সৎ—
সাহায্যে তা'র সুফল মহৎ। ৪।

পাওয়ার লোভে সেবা—
তোমার কিন্তু নয় সে কেউ
তুমিই বা তা'র কেবা? ৫।

দিলেই কিন্তু হয় না দান
যদি না হয় উছল প্রাণ। ৬।

দান করিস্ তুই তা'ই—
যেমন দানে নাইকো আপদ
বেভুল চলন নাই। ৭।

দান করিস্ তুই বুঝে-সুঝে
　　চলন-বলন বুঝে তা'র,
নইলে কিন্তু ঠ'কেই যাবি
　　জীবনে ঠকাই হবে সার। ৮।

হৃদয় দিয়ে দান করে যে
　　আশার দীপটি জে্বলে রেখে,
বিঘ্নিত হয় তাহার হৃদয়
　　গ্রহীতার ভঙ্গুর চলন দেখে। ৯।

দান ব'লে কি তা'ই দিবি তুই
　　সর্ব্বনাশে—অন্যায়ে—
শিষ্ট প্রীতির দীপ নিবায়ে
　　সর্ব্বনাশা বিস্ময়ে ? ১০।

যে-দানে অস্বস্তি আনে
　　তা'তে কিন্তু হয়ই পাপ,
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ই সত্তা
　　তা'র এমনিই দুষ্ট দাপ। ১১।

যা'র চাহিদা তোমার প্রাণে
　　গোপন কিংবা দীপ্ত ধুঁয়ায়—
তাকেই তুমি সাহায্য কর,—
　　স্বস্তি যেথায় তোমায় বাড়ায়। ১২।

একটু যদি শিষ্ট করায়
　　উছল করে তোমায় কেউ,
আকুলপ্রাণে দীপ্ত করায়
　　উছল ক'রো দেওয়ার ঢেউ। ১৩।

বাধ্য নয়কো তবুও দেয়
করে আপন টানে,
এমন জনের সৎসেবাতে
তাজা হ'বি প্রাণে। ১৪।

নিজের উদর-পূরণে ব্যস্ত
সেবা-অছিলায় গুরুর দাস,
সে-সেবা আনে না বর্দ্ধন কভু
ঘটায় কেবলই জীবনত্রাস। ১৫।

সৎসেবাতে চলিস্ যদি
ইষ্টানুগ আলোর পথে,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
পূজবে তোরে মহদ্‌ব্রতে। ১৬।

অধিক দানে দাতা নষ্ট
অধিক নেওয়ায় গ্রহীতা,
সাধ্যমত নেওয়া-দেওয়ায়
মজুত থাকে সততা। ১৭।

অন্তরেরই আবেগ-সহ
গুরুদীপ্ত হৃদয় দিয়ে
সেবা করিস্ সকল জনের—
প্রীতিশুদ্ধ ভাবটি নিয়ে। ১৮।

কৃষ্টিতপা সৌষ্ঠবেতে
শিষ্ট হ'য়ে তোরা
দে ক'রে দে সেবায় সবার
জীবন তুষ্টিভরা। ১৯।

সেবা যেমন দিব্য যাহার
তৃপ্তিও তেমনি ওঠে ফুটে,
তেমনতরই অনুচলন
নন্দনাও চলে তেমনি লুটে । ২০ ।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ ছাড়া
অনুরতি রয় না,
উছল অনুরতি বিনা
শিষ্ট সেবা হয় না । ২১ ।

ঐ আছে রে অন্ধ আতুর
বৃদ্ধ বাতুল যা'রা—
দাঁড়িয়ে দেখ, তাকিয়ে চল,
দীপ্ত হো'ক রে তা'রা । ২২ ।

তৃপ্ত কর হৃদয়টিকে
পালনশিষ্ট ধী-চলনে,
আপন পথে দিব্য ক'রে
যত্নে রাখ সে-সব জনে । ২৩ ।

যা'কে তুমি ভালবাস
দরদভরা কর্ম্মে রত হ'য়ে,
শুশ্রূষারই দীপ্তিতে সে
প্রীতির পথে উঠবে উতাল হ'য়ে । ২৪ ।

ধরিস্ পালিস্ যেমনতর
করিস্ চর্য্যা তা'ই ক'রে,
প্রীতিদীপ্ত তেমনি করিস্
অনুকম্পায় বুক ভ'রে। ২৫।

বৃদ্ধিতে তোর উছল হ'য়ে
শিষ্টতপা সন্দীপে
তৃপ্তি দিয়ে হৃদয়গুলি
দীপ্ত কর্ না উদ্দীপে। ২৬।

কর্ম্ম

কৃতি যা'দের দীপ্ত হয়,
শিষ্ট পথে তা'রাই যায়। ১।

বিবেকবিহীন কর্ম্মী
দক্ষতার নয় ধর্ম্মী। ২।

না ক'রেই যে কেবল চায়
লক্ষ্মী ছাড়ে পায়-পায়। ৩।

দীপ্তির সাথে তৃপ্তি পাবে—
নিষ্ঠানিপুণ হও,
কৃতির পূজায় বিভোর হ'য়ে
ধৃতির পথে ধাও। ৪।

কর্ত্তব্য যা' করতেই হবে—
শিষ্ট মনে চল্ ক'রে,
ইষ্টনেশায় অটুট থেকে
সৎপথেতে গোঁ ধ'রে। ৫।

তীক্ষ্ন দক্ষ কৌশলী যে
সহজ ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত,
তড়িৎ কুশলকর্ম্মা যদি সে
হয় কি সে কভু ক্ষান্ত? ৬।

ইষ্টার্থটি ঠিক রেখে তুই
দীপ্ত কৃতী হ'য়ে চল্,
ভরসা ধ'রে অন্তরে তোর
কৃতার্থতায় হ' সবল। ৭।

পারগতা কিসে কেমন—
তা'ই দেখে তুই চলতে থাক্,
যখন যেমন কাজে লাগে
তেমনি ক'রেই তাকে রাখ্। ৮।

কত করেছ ভাল কর্ম্ম
মন্দ করেছ কত,
সেই শাসনেই চলবে সত্তা
কর্ম্মফলের মত। ৯।

শিষ্ট হ'য়ে সৎকর্ম্মে
নিয়োগ কর মন,
উঠবে ক্রমে উছল হ'য়ে—
দীপ্ত অনুক্ষণ। ১০।

কখন কেন করবে কী কাজ
খতিয়ে সে-সব বুঝে দেখো,
সার্থকতা আসবে কিসে
বেশ ক'রে তা বুঝে রেখো। ১১।

সময়টারই সওয়ার হ'য়ে
বিপুল বেগে চল্ ওরে,
ক্ষণের আগেই কর্ সমাধান
কৃতীর মুকুট পর্ ওরে। ১২।

কালদক্ষী যোগাড়পটু
কুশলকৰ্ম্মা যেই,
অভাব-বেঘোর বিপাক-পীড়ায়
কমই পড়ে সেই। ১৩।

ধৃতি যাহার যে-পথে যায়
কৰ্ম্মও চলে সেই পথে,
ধৃতিদীপন তৃপ্তি তেমন
স্বস্তিও তেমন মনোরথে। ১৪।

করবে যেমন হবে তেমন
নিষ্ঠানিপুণ রাগে,
করার পথে থাকলে গলদ
আসবে কি তা' বাগে? ১৫।

প্রত্যয়েরই উদ্দীপনায়
আগ্রহেরই বেগে,
হ'তে পারে সেই তো কৃতী
উঠলে কৰ্ম্ম জেগে। ১৬।

আগ্রহশীল সন্দীপনায়
কৃতিদীপ্তি জ্বলেই জ্বলে,
তা'তেই সার্থকতা এসে
বোধনবেগটি ফলেই ফলে। ১৭।

এলোমেলো কৃতি যা'দের
ধৃতিও হয় তেমনি,
চলাফেরা কাজকৰ্ম্মে
সার্থকতাও সেমনি। ১৮।

অবস্থার সুবিলোকনে
ব্যবস্থা যেই করে,
সেই করণই সার্থকতায়
শিষ্টাচারে ধরে। ১৯।

আগ্রহ যা'র যেমন থাকে
খোঁজেও তেমনি পথ,
কৰ্ম্মও তা'র তেমনি হ'য়ে
ফলায় মনোরথ। ২০।

যেমনতর ভাবনা যা'দের
কৰ্ম্ম যা'দের যেমনতর,
সিদ্ধিও আসে পায়ে-পায়ে
তেমনতরই শিষ্ট দড়। ২১।

শাসনদীপী কৃতি যাহা
ক'রো সে-সকল,
সাধনদীপ্ত উচ্ছলাতে
ক'রো তা' প্রবল। ২২।

কাজের জোগাড় দিলি না তুই
শ্রমিক বেকার রইলো,
সময়মাফিক বেজোগাড়ে
লোকসানে সব ক্ষইলো। ২৩।

প্রবৃত্তি

আত্মস্বার্থ কটু যেমন,
উন্নতিতে পতিত তেমন। ১।

নিষ্ঠাবিহীন প্রাণ—
কোথায় তাহার পূজার দীপ্তি,
প্রবৃত্তিতেই টান। ২।

ইষ্টনেশা নাই যেখানে
স্বার্থদীপী অনুচলন,
লক্ষ্য তা'দের বিপথে চলে
অধঃপাতেই হয় বলন। ৩।

অপরাধ যদি ক'রেই থাক
সেটা নয়কো সমীচীন,
নিষ্ঠানিপুণ ক্ষমায় এনো
স্বস্তি রহুক তোমায় লীন। ৪।

অন্যায় কিংবা অপঘাত যা'
লোকবেদনা সৃষ্টি করে,
ঐ বেদনাই বেফাঁসে চ'লে
সত্তাকে কিন্তু চেপেই ধরে। ৫।

ভাবভরা তোর কুৎসা কেবল
সবল ন'স্ তুই কোনকালে,
শক্তি তা'তে বাড়বে কোথায় ?
চলবে জীবন ওই তালে ? ৬।

দৈন্য হ'য়ে পণ্য নেওয়া
নয় কি সেটা মানসব্যাধি ?
তেমনতরই চলন-বলন
সেটাও তাই দুষ্ট ব্যাধি । ৭ ।

বোধ যদি তোঁর খারাপ থাকে
স্বার্থভরা মন,
যতই বিভু দেন না কেন
যায় কি অনটন ? ৮ ।

নেবার বেলায় প্রীতি যেমন
স্বার্থধৃতি যেইখানে,
দেওয়া সেথায় থাকবে কোথা ?
স্বস্তি পাবে কোন্ প্রাণে ? ৯ ।

লুব্ধ হওয়া নয়কো ভাল
বোধদীপনী তাল নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
যা' পারিস্ কর্ বোধ দিয়ে । ১০ ।

দেবার বেলায় নাই কিছু তোর
নেবার লোভটি অন্তরে,
পাবি কোথায়, কে দেবে তোর—
অসৎ-বুদ্ধি কন্দরে । ১১ ।

সেই প্রবৃত্তি ভাল জানিস্
আয়ু বৃদ্ধি যা'য়,
নয়তো দেখিস্ সে-প্রবৃত্তি
ফেলবে বেঘোর দায় । ১২ ।

শ্রেষ্ঠপুরুষ শ্রেয়নারীর
কুৎসিত আচরণ হয় যেথায়,
জাতির ভিতর কুৎসিত ধৃতি
ক্রমে-ক্রমে তা'রাই বাড়ায়। ১৩।

কামদীপ্ত হৃদয় যা'দের,
সুষ্ঠু কামই ঔষধ তা'দের। ১৪।

কামদীপ্ত পুরুষ হ'লে
বিকৃতির পথে চলেই প্রায়,
অমনি ক'রে হারিয়ে ফেলে
জনপালনী শিষ্ট দায়। ১৫।

কাম যেখানে নয়কো শিষ্ট,
নয়কো বিহিত, নয়কো সৎ,
প্রীতিবিনায়নে চ'লে
দীপ্ত করিস্ নিষ্ঠাপথ। ১৬।

কাম-কামনার সুষ্ঠু চলন
দীপ্তি আনে অন্তরে,
অসৎ যতই হো'ক না মিষ্ট
অস্তি তাহার গহ্বরে। ১৭।

কাম-কামনায় যদি দেখিস্
নষ্ট ব্যবহার,
সাবধানে তুই চলিস্-ফিরিস্
রাখিস্ নজর তা'র। ১৮।

কাম যেখানে কুটিল হ'য়ে
প্রীতির বাহানা বয়—
সর্ব্বনাশটি দরদভরা
মিটির চোখে চায়। ১৯।

কাম যেখানে কলুষ হ'য়ে
কুৎসিত কৃতির দিকে ধায়,
শিষ্ট হ'য়ে দীপ্ত প্রীতিতে
ধরিস্ তা'রে উচ্ছলায়। ২০।

কাম যেখানে বিপথগামী—
দুই, তিন, চার যা'ই না হোক,
সত্তাকে তা' ভণ্ডুল করে
নষ্টই করে জীবনরোখ। ২১।

কামক্লিন্ন হৃদয় যা'দের
লুব্ধ তা'রা কামের বশে,
কাম-কামনার উদ্দীপনায়
অশিষ্টতা ঘিরে বসে। ২২।

কামদীপনী কৃতি নিয়ে
চলে যে-জন উছল প্রাণে,
কুটিল কামে বেচাল ক'রে
টানবে তা'রে উতাল টানে। ২৩।

কামজিৎ যদি হ'তেই পার
শিষ্টাচারী সদ্-বিভায়,
বিনায়নী তৎপরতায়
উছলদীপ্তি পাবেই তা'য়। ২৪।

লাম্পট্য-বুদ্ধিও যদি
শিষ্টাচারী সদ্-দীপনায়
প্রয়োগ ক'রে সার্থক হও,—
আশিস্ পাবে কানায়-কানায়। ২৫।

কাম-কামনার উচ্ছলতা
ছাড়ে না সহজে সত্তাকে,
শিষ্টভাবে ইষ্টপূজায়
সুষ্ঠু হ'য়ে থাক সুখে। ২৬।

কাম যেখানে চলৎশীল—
ব্যতিক্রমে চ'লে থাকে,
শিষ্ট নেশার বিশিষ্টতায়
ধ'রে রাখাই শ্রেয় তা'কে,
নয়তো জেনো ব্যতিক্রমে
বেভুল চলায় চলতে থেকে,
নষ্ট হবে জাতি-বংশ,
কৃশ হবে, যাবে বেঁকে। ২৭।

শুদ্ধকামের স্বস্তিচলন
যেমনতর হোক না যা'র,
প্রীতিদীপক নিষ্ঠাচলন
দীপ্তই হ'য়ে থাকে তা'র,
প্রীতিবিহীন কাম-কামনা
ব্যভিচারের ব্যতিক্রম—
তা'তে কিন্তু হয় না ভাল
দীর্ণই হয় জীবনদম। ২৮।

কামদুষ্টা মেয়ের প্রতি
  শিষ্ট দরদ অভিভাবকের—
ঐ পথটি প্রথম খাঁটি
  প্রীতিদীপ্ত বিনায়নের,
কিংবা কোন শিষ্ট পুরুষ
  প্রীতির দীপ্তি নিয়ে
সদুচ্ছলায় তৃপ্ত করে
  প্রীতিনিয়মন দিয়ে,—
সেটাও বটে অনেক ভাল,
  দীপন রাগের দীপ্তিতে
ইষ্ট নিয়ে নিষ্ঠাবিভোর
  উচ্ছলই হয় তৃপ্তিতে ;
সব নেশারই এমন আবেগ
  উচ্ছল চলায় চ'লেই থাকে,
নিষ্ঠানিপুণ তাঁ'তে হ'লে
  রুদ্ধ জীবন পড়ে না পাঁকে। ২৯।

চরিত্র

চরিত্রই তো ব'লে দেয়—
কে বা কেমন, কোথায় ধায়। ১।

যাচ্ছ কোথায়! চাচ্ছ কী?
বেঠিক চলায় ছাইয়ে ঘি। ২।

ঢুকলে মনে গলদ
ক্রমেই হয় সে বলদ। ৩।

টাকার টানে পিরীত হয়,
সে-প্রেম কিন্তু কিছুই নয়। ৪।

ধরম যা'দের মরমভোর,
দুঃখেও স্বস্তি—শ্রেষ্ঠ ডোর। ৫।

দিব্য চলন যেমনি যা'দের
দীপ্ত তেমনি হৃদয় তা'দের। ৬।

হীনম্মন্যতা থাকে যা'দের
স্বার্থভরা হৃদয় তা'দের। ৭।

নিমকহারামির দেয় প্রশ্রয়
ঢেমনা ছেলে সে নিশ্চয়। ৮।

স্বার্থখেলাপে অগ্নিশর্ম্মা
পরার্থলোভী পণ্ডকর্ম্মা। ৯।

প্রিয়র সেবায় স্বার্থদান—
নিছক তাঁদের সুষ্ঠু প্রাণ। ১০।

প্রিয়র স্বার্থে শিষ্ট যাঁরা,
নিষ্ঠানিপুণ হয়ই তাঁরা। ১১।

লুব্ধ নেশায় ইষ্টত্যাগ—
বিষদিগ্ধ মন্দভাগ। ১২।

বোধদীপ্ত আচার্য্যকে
কৃপা পেয়েও করে ত্যাগ—
মিথ্যাবাদী ব্রহ্মঘাতী
তাঁরাই জেনো দুর্ভাক্। ১৩।

আচার্য্য ছেড়ে অন্য গুরু
করায় যাঁদের মন,
প্রবৃত্তি তাঁদের লুব্ধ চপল
জেনোই অনুক্ষণ। ১৪।

আচার্য্যনিষ্ঠা নাই যাহার
বিশ্বস্ত সে নয়কো নয়,
ব্যবহারের প্রয়োজনে
হ'য়েই থাকে তাহার ভয়। ১৫।

স্বভাব হয় যেমন—
চলাফেরা, করা, পারা
হয়ই তা'র তেমন। ১৬।

শিথিল যখন তুমি—
শিথিল তোমার সব পরিবেশ
কুটিল চলার ভূমি। ১৭।

অভাব তা'রই লাভ,
সেবাপ্রাণ নয়কো যে-জন
আদর্শে নাই ভাব । ১৮ ।

প্রত্যয় তোর নেই,
(তাই) যা'র কাছে যা' দেখিস্ শুনিস্
হারিয়ে ফেলিস্ খেই । ১৯ ।

চরিত্রটা যেমন রে তোর
বোধও কিন্তু সেইমত,
চলন-বলন-করণ-প্রভা
থাকেই তেমনি অনুগত । ২০ ।

চরিত্র যা'র যেমনতর
খাদ্যও হয় তেমনি,
চলন-ফেরন সেমনি তো হয়
ব্যক্তিত্বও হয় সেমনি । ২১ ।

স্বার্থসেবার অর্থ নিয়ে
চলবি যেমন তালে,
ব্যক্তিত্ব তোর তেমনি হবে
লেখাও তেমনি ভালে । ২২ ।

শাসন মেনে চলাবলায়
সিদ্ধ যেমন হয়,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনি বাড়ে—
ওর বাইরে নয় । ২৩ ।

জ্ঞান-গুণ যা'র অন্তরে রয়
বোধদীপালী উচ্ছলায়,
ব্যক্তিত্ব তা'র শিষ্টই থাকে—
নষ্ট হয় না কুচ্ছুলায়। ২৪।

সংহতি নাই অন্তরে যা'র
বোধও যা'র বাঁকা,
কর্ম্মফল তা'র তেমনতর,
অদৃষ্ট কি তা'র পাকা? ২৫।

কর্ম্মফলটি যেমন হ'য়ে
স্বভাবে দেয় হানা,
সঙ্গতিক্রমে তেমনই মানুষ
রাগদ্বেষমনা। ২৬।

কর্ম্মহীন সুচিন্তাতেই
মত্তমশ্‌গুল মন যা'র,
বিনিয়ে তা'রা যত্নে করে
মর্ম্মরিত নরকদ্বার। ২৭।

প্রীতিদীপ্ত চলন যা'দের
নিষ্ঠাভরা উচ্ছলা,
হৃদয় তা'দের দীপ্তি নিয়ে
সার্থকে হয় উজ্জ্বলা। ২৮।

শিষ্টতালে লোকসেবায়
দীপ্ত ক'রে সংহতি
যা'রাই তেমন সুধীকর্ম্মা—
তেমনি ভোগ্য লোকপ্রীতি। ২৯।

লোকপ্রীতি, লোকচর্য্যা,
সৎচরিত্র যা'র,
শিষ্টদ্যুতির দীপ্তি নিয়ে
সুষ্ঠু জীবন তা'র। ৩০।

সঙ্গতিশীল নাই যদি হোস্
বান্ধব পাবি কোথা,
বান্ধববিহীন সত্তা যা'দের—
বোধবিচারই ভোঁতা। ৩১।

মানসদীপ্তি যেখানে যেমন
শিষ্ট সুধী সুন্দরে,
অন্তরদীপ্তি সেথায় সেমনি
উচ্ছলিত কন্দরে। ৩২।

মন্দ যা'দের মানসবৃত্তি
সৃষ্টিই করে অপঘাত,
যা'র ফলেতে জীবন হারায়—
নিকেশ করে কু-উৎপাত। ৩৩।

দ্বিত্ব যা'দের মানস-আবেগ
নিষ্ঠা তা'দের নয় তাজা,
ঘূর্ণিপাকে ঘুরে তা'রা
হবেই কিন্তু ভাজা-ভাজা। ৩৪।

নিষ্ঠা যা'দের নাই—
লুব্ধ হ'লেও চলন বাঁকা,
দীপ্ত নয় বড়াই। ৩৫।

নিষ্ঠা যা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট
দিগ্ধ তা'দের বুদ্ধি,
অপভ্রমই দিগ্ধতা আনে
ব্যাহত করে সিদ্ধি। ৩৬।

নিষ্ঠা যাহার নাই—
যেমন-তেমন হোক না সে-জন
রয় না তা'র বড়াই,
নিষ্ঠাহারা অবাধচলা
সৃষ্টে তা'র বালাই। ৩৭।

নিষ্ঠাঘাতক মন যাহাদের
শিষ্ট নয়কো কোনকালে,
হেথা-হোথায় বাদ দিয়ে তা'রা
ব্যতিক্রমে সদাই চলে। ৩৮।

ব্যতিক্রমী গুলবাজারে
মনের চলন দিশে হারায়,
যা' করে তা'য় ব্যর্থই হয়
নিষ্ঠায় আসে না সুপ্রত্যয়। ৩৯।

চুম্বকে যা'র নিষ্ঠা আছে
শিষ্ট তালের অটল টানে,
তা'রাই কিন্তু শ্রেয় হ'য়ে
মাঙ্গলিক যা' ডেকে আনে। ৪০।

নিষ্ঠা যদি থাকে তোমার
শিষ্ট সুধী তৎপরতায়,
ইষ্টনিদেশ-সম্বেদনায়
অদৃষ্ট তোমার উথলে যায়। ৪১।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ যা'দের
প্রীতিদীপায় খেলে ঢেউ,
শিষ্ট তেমন মহান যা'রা
রুখতে তা'দের পারে না কেউ। ৪২।

নিষ্ঠাবিহীন অন্তর যা'দের
তেমনতরই তা'রা হয়,
এক ছেড়ে তা'রা আর এক ধরে
বিকৃতিই তা'দের করে ক্ষয়। ৪৩।

ব্যতিক্রমদগ্ধ তা'রাই তো হয়
নিষ্ঠা যা'দের রয় স্খলিত,
স্বার্থবুদ্ধি সুষ্ঠু ধাপে
ব্যক্তিত্বকে করে বিকৃত। ৪৪।

নিষ্ঠা, স্পৃহা, কর্ত্তব্যজ্ঞান
যেথায় যেমন উচ্ছলায়,
ধৃতিকৃতিও তেমনতরই
মতিদীপ্ত—স্বচ্ছলায়। ৪৫।

উদ্বেগভরা সন্ধানী মন
চাহিদা-আকুল তেমনি চলন,
পাওয়ার চাওয়ার দরদ-বুকে
খোঁজনেশাতেই চলে ঝুঁকে। ৪৬।

লোকের কথা শুনেই যা'রা
নিন্দা নিয়ে চলে,
বিষাদ-সহ বিপদ তা'দের
পদে-পদেই ফলে। ৪৭।

স্বভাব তোমার যেমনতর—
পরিবেশও সেই ধাঁচে
প্রতিক্রিয়ায় অনেকখানি
তুলবে গ'ড়ে সেই ছাঁচে। ৪৮।

গজিয়ে তোলা সুষ্ঠুভাবে
জন্মগত ধর্ম্ম যা'দের,
শরীর-মনে সুষ্ঠু হওয়াই
জীবনচলায় সাধ্য তা'দের। ৪৯।

বৃত্তিস্বার্থী লোকবাগানো
ইষ্টহারা যে,
দুষ্ট ক্ষুধায় বৃদ্ধি রোগের
জীবন ঠস্‌ঠসে। ৫০।

ইন্দ্রিয়েরই আরামসহ
মনের উদ্দীপনা—
উপভোগে এইটুকু রয়,
ভোগই বৃত্তিমনা। ৫১।

শরীর-মনের গ্রন্থি যত
কেন্দ্রায়িত নয়কো যা'র,
শক্তি তাহার স্পর্দ্ধী হ'য়ে
অঙ্কুরণের বয় না ভার। ৫২।

যতই প্রবীণ হোস্‌ না লোক তুই
জলুসই বা হোক না লাখ,
ইষ্টে সার্থক বৃত্তি বিনা
সব ধোঁয়াটে,—নাইকো তাক্‌। ৫৩।

অভিসন্ধি দুষ্ট যাহার
অপকারী মন,
যতই ভাল কর তবুও
সন্দেহী অনুক্ষণ। ৫৪।

চলন-বলন কায়দা-করণ
হাবভাব ব্যবহার—
এরই তালে পা ফেলে হয়
স্বভাবের উৎসার। ৫৫।

চালচলন আর ব্যবহারে
গুণের প্রকাশ যেমন,
সেটিই তো তা'র গুণের রূপ
ব্যঞ্জনাও তা'র তেমন। ৫৬।

চালচলন আর ব্যবহারে
যেমন গুণের থই,
সেটিই তো তা'র গুণের রূপ
ব্যঞ্জনাও তো ওই। ৫৭।

পরাক্রমে প্রধান হ'য়েও
শিষ্টাচারে ধন্য,
এমনতর হ'লেই কিন্তু
হবি সুষ্ঠু গণ্য। ৫৮।

চলন-বলন যেমন হবে
হৃদয় হবে তেমনি,
হৃদয় যা'দের শিষ্ট যেমন
সুষ্ঠুও হয় সেমনি। ৫৯।

কৃতিদীপ্ত নয়কো যে-জন
হুকুমদারী চলন যা'র,
দৃপ্ত তা'রই চলায়-ফেরায়
রয় না প্রীতির উপচার। ৬০।

শিষ্টকর্ম্মা সুধী যে-জন—
সুষ্ঠু ব্যবহার,
প্রাণমাতানো আলাপনে
সার্থকতা তা'র। ৬১।

পরের স্বার্থ দেখবে যত
শিষ্ট সাধু তৎপরতায়,
সৎসন্দীপী শিষ্টভাবে
তোমার স্বার্থও ভরবে রে তা'য়। ৬২।

আপন স্বার্থেই পটু যা'রা
পরের প্রতি লক্ষ্য নেই,
এমন জনার দুঃখই আসে
দুষ্ট ভাগ্য পায়ই সেই। ৬৩।

পাঁচজনের কাছে যা' শোন তুমি
চলায়-ফেরায় দেখতে পাও,
সবগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে
বোধিসত্ত্বে ঠিক দাঁড়াও। ৬৪।

বোধ যা'দের শিষ্ট চলায়
প্রীতি যা'দের হৃদয়ভরা,
জীবন তা'দের দক্ষ হ'য়ে
ধৃতিতে হয় উছলপারা। ৬৫।

শিষ্ট চলার ব্যতিক্রমে
যা'রাই যেমন ব্যাহত হয়,
দীর্ণ হৃদয় অন্তরে তা'রা
সৌষ্ঠবদীপ্ত কভুও নয়। ৬৬।

কাম-কলুষে পাগল যা'রা
শিষ্ট শাসন মানে না,
বিহিতভাবে বিনায়নার
ধারও তা'রা ধারে না। ৬৭।

স্বামিত্ব যা'দের দ্বিত্ব হয়,
ব্যর্থজীবন তা'রাই বয়,
জীবননেশা একমুখী যা'র,
প্রীতিদীপ্ত হৃদয় তা'র। ৬৮।

ব্যতিক্রমী অনুচলন
এদিক-ওদিক নাচিয়ে তোলে,
ধর্ম্ম তাহার পাপল বর্ম্মে
পাগলপারা হ'য়েই চলে। ৬৯।

শিষ্ট-অশিষ্ট যেমন কৃতি
ধৃতিও তা'র তেমনি হয়,
শিষ্টকে যা'রা বাদ দিয়ে চলে—
অশিষ্টেরই পিছে ধায়। ৭০।

শাস্তি যেখানে স্বস্তি আনে
শিষ্ট জানিস্ সেই মহান,
চরিত্রটার বিনায়নে
করেই কিন্তু স্বস্তি দান। ৭১।

প্রীতি-সংহতি কেমন তোমার—
দরদীই বা কেমনতর—
ধৃতিদীপ্ত হৃদয় কেমন—
বোধিদীপ্ত কেমন দড়—
দৃষ্টি তোমার কেমন বিশাল—
ব্যক্তিত্বও হয় তেমনতর। ৭২।

রূপ, রস আর ব্যবহারের
শিষ্ট-সুধী সঙ্গতি
মানুষকে যখন উছল করে
নিয়ে দীপ্ত প্রতীতি,
ব্যক্তিত্ব সেথায় শিষ্ট চলায়
তৃপ্ত ক'রে প্রায়ই তোলে,
এড়িয়ে সকল বিকার-চলন
বোধদীপ্তিই উছল চলে। ৭৩।

দিয়ে যা'দের তৃপ্তি হয়
ভূতি তা'দের দূরে নয়। ৭৪।

প্রীতিপূর্ণ প্রতিগ্রহ,
যাজন, দান ও যজন,
প্রীতিদীপ্ত অধ্যাপনা
তেমনি অধ্যয়ন,—
এমনতর শিষ্ট চলন
যা'দের জীবনতপে,
কে দেখেছে, কে শুনেছে
ভ্রষ্ট তা'রা ভবে? ৭৫।

ইষ্টার্থকে সুস্থ ক'রে
বিনায়িত সুক্রমণে
চলতে পারে যা'রা—
উছলই হয় ভাগ্য তা'দের,
পরিবেশের দীপ্তি নিয়ে
বহেই তা'দের প্রীতিদীপ্ত ধারা। ৭৬।

ধ'রে ক'রে স'য়ে তুমি
বইতে পার যেমন যত,
তাই-ই প্রমাণ—তোমার প্রাণে
অন্তর-বাইরে ধৈর্য্য কত। ৭৭।

ব্যবহার

শুদ্ধ ব্যবহার যেথায় যেমন,
শিষ্টাচারও করবি তেমন। ১।

বিশ্বাস হারালে যেই—
দেখবে তোমার আশেপাশে
দরদী কেউ নেই। ২।

বিশ্বাস যাহার এলোমেলো
একব্রত হয় না সে,
দীপন-দীপ্তি রয় না বোধে
নিষ্ঠা হারায় তরাসে। ৩।

সৎসন্দীপী সদ্ব্যবহার
শিষ্ট যেথায়—দীপ্তিভরা,
উন্নতি তা'র দীপ্ত হ'য়ে
হ'য়েই থাকে তৃপ্তিঝরা। ৪।

ইষ্টতে যা'র সৎ-আলাপন
তদনুগ চলন-বলন,
হৃদয়ে ধরে দীপা-ব্যবহার
অনেক শুভও করে বপন। ৫।

খাওয়া-পরার শিষ্ট চলায়
যেমন তোরা এস্তামাল,
তেমনি ক'রে বোধবিচারে
লোকের মনেও হ' উতাল। ৬।

মনটি রে তোর ব্যাপন-দীপক
চলুক হ'য়ে নিত্যদিন,
আপন ক'রে নে সবারে
তুই কেন রে রইবি হীন? ৭।

সুশিষ্ট তৎপরতায়
লোকের সাথে উঠো ব'সো,
আত্মিকতার অনুশাসনে
সুষ্ঠুভাবে থেকো, মিশো। ৮।

আপনার ব'লে নাও ভেবে নাও
পর ভেবেছিলে যা'দের তুমি,
শিষ্টাচারে মিষ্ট সেবায়
কোল দিয়ে নাও হৃদয় চুমি'। ৯।

বগ্‌বগানি ঠক্‌ঠকানি
বেকুব বুদ্ধি দে ছেড়ে,
আপন ক'রে নে সবারে
সুষ্ঠু চালের দীপ ধ'রে। ১০।

শক্ত কথায় যা' করবি তুই
শিষ্ট হয় কি তা'?
মাঝের থেকে খোয়াবি কেন
সিক্ত সততা*। ১১।

মিষ্টি বুলি বল্ ওরে তুই
মিষ্টি বুলি বল্,
শিষ্টভাবে তৃপ্ত হ'য়ে
দীপ্ত পথে চল্। ১২।

*সিক্ত সততা = Compassionate honesty.

মিষ্ট তাকে বলিস্ কথা
শিষ্টদীপা তানে,
সেবাদীপ্ত দিয়ে আনিস্
স্বস্তি সবার প্রাণে। ১৩।

নিন্দা করতে অনেক জান
ভাল করতে জান নাকি ?
ভালর পথে চ'লো, ব'লো,
ক'রো ভাল, নইলে মেকী। ১৪।

ব্যবহার যেথায় আঘাত আনে—
বাক্ রেখো তুমি শিষ্ট,
সেবাদীপ্ত হ'য়ে চ'লো তুমি
চ'লো হ'য়ে তুমি মিষ্ট। ১৫।

মিষ্টি ব্যাভার যদি না জানিস্
শিষ্টাচারের উচ্ছলায়,
অনুকম্পা পাবি কোথায় ?—
বেচাল চলন দোল-দোলায়। ১৬।

নিজের দুঃখ নিজেই বোঝ
বোধদীপনী উর্জ্জনায়,
অন্যের অবস্থা তেমনি বুঝে
তৃপ্তি দিও উচ্ছলায়। ১৭।

কী করলে কে সুখী হয়
ভেবে-দেখে বুঝে নিও,
তৃপ্তি দিয়ে তেমনি তা'কে
আপন ব'লে জানতে দিও। ১৮।

যা'কেই জীবনদ্যুতি ক'রে
ভাবলে উছল হবে তুমি,
ব্যবহারের বিড়ম্বনায়
সেটাই হ'ল দিগ্ধ ভূমি। ১৯।

অশিষ্ট ব্যবহার কিংবা
অসৎ উদ্দীপনায়—
অসৎ চলাই দৃপ্ত হবে
ঘৃণ্য তর্পণায়। ২০।

হিংসা-হরণ যা'-সব কিছু—
দ্রোহ তা'তে উছল হয়,
ফলে কিন্তু ঠিকই জেনো
হিংসা-দ্বেষের হয়ই জয়। ২১।

দরদী যে যেমনতর
পাওনই তা'র তেমনি ঘটে,
স্বভাব যাহার যেমনতর
শ্রেয়ই সে-জন তেমনি বটে। ২২।

ভজন-প্রীতির দ্যোতন নিয়ে
মান দিয়ে যা যেমন যেথায়,
দেখবি ক্রমেই দীপন ক্রিয়ায়
আশিস্ পাবি শিষ্ট মাথায়। ২৩।

ভগবান ব'লে ডাকছ কত—
নিষ্ঠা-ধৃতি নাই তোমার,
তা'তেই কি আর সুফল ফলে
বিনা শিষ্ট সুব্যবহার ? ২৪।

লোকের সাথে ভাল ব্যাভারে
প্রীতি চলুক উছল ধার,
দীপ্তি-চলন কৃতিসেবায়
ধৃতি নামুক মুষলধার। ২৫।

শিষ্ট কর আসন তোমার
সুষ্ঠু কর ব্যবহার,
সোজা পথে চলতে থেকো—
দীপ্ত হবে জীবন-সার। ২৬।

জীবন-চলনার দাঁড়াটি জানিস্—
স্খলনহারা চলা,
শিষ্ট হ'য়ে মিষ্টি ক'রে
সুষ্ঠু-শোভন বলা। ২৭।

অকৃতজ্ঞ হ'স্ না ও-তুই
অশিষ্টাচারী হ'বিই না,
শিষ্ট-সুধী তৎপরতায়
করিস্ সবার নন্দনা,
তৃপ্তি পাবি অন্তরে ও-তুই
তৃপ্ত হবে হৃদয়খান,
প্রীতি-উছল দীপ্তি নিয়ে
দীপ্ত রাখিস্ সবার প্রাণ। ২৮।

সেবাসিদ্ধ তৎপরতায়
বান্ধবতার শিষ্ট চালে—
কূট মানুষই দক্ষ দেখে
বুঝে নিও সুতাল হালে,

ভিজিয়ে তা'দের অন্তরটুকু
প্রীতিদীপ্ত আলাপনে—
সদ্‌দীপনায় মুগ্ধ ক'রে
ফুল্ল ক'রো হৃদয় টেনে। ২৯।

দুষ্ট-দুষ্টা হো'ক না যা'রা
ঘৃণ্য হ'লে তা'দের চলন,
আপ্যায়নার সংস্রবে
তা'দের প্রাণেও আসে দীপন,
সৎ-ইচ্ছাটি জাগে ক্রমে
দমে-দমে ধাপে-ধাপে,
দেখিস্‌ হয়তো এমনি ক'রে
অনেক পড়বে সৎ-এর চাপে ;
ভাবায়-করায় চলায়-ফেরায়
বলায় যেমন হবে রতি,
ক্রমে-ক্রমে তালে-তালে
সৎ-এ ফেরে তা'দের গতি। ৩০।

মিষ্টিভাবে শিষ্ট কথায়
দীপ্তিমাখা তৃপণায়,
দরদভরা ব্যবহারে
শুনবি বলবি দীপনায়,
অন্তরখানা উপ্‌চে গিয়ে
তা'তেই যা'তে লাগে ঢেউ,
সৎ-এর পানে চলতে যেন
ব্যতিক্রমে যাস্‌ না কেউ ;

যেমন পারিস্ তেমনি বলিস্
　　করিস্ তেমনি ব্যবহার,
তা'র ফলেতে ফলুক স্বস্তি
　　দীপ্তিতে যাক্ অন্ধকার,
তোর প্রতি যা'র প্রীতির গেরো—
　　এড়িয়ে যেতে চায় না কেউ,
তেমনি হ'লে সৎ-চলনটি
　　শিষ্ট করবে শতেক ঢেউ,
তবেই জানিস্ দীপন রাগ তোর
　　শিষ্টাচারের মধ্যমে
এনে দেবে স্বস্তি তা'দের—
　　ঐ চলনের মাধ্যমে। ৩১।

সাহস দাও গো দয়াল ! তুমি,
শক্তি দাও আর স্বস্তি দাও,
হৃদয় আমার উথলে উঠুক
তোমার দিকে হোক উধাও ;
বড় হ'তে চাইনি প্রভু !
বড়তে উছল করতে চাই,
তোমার দয়ায় দীপ্ত হ'য়ে
তৃপ্ত হো'ক সব দেখতে চাই।